भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA
राष्ट्रीय पुस्तकालय, कलकत्ता ।
NATIONAL LIBRARY, CALCUTTA.

वर्ग संख्या 182.cd
Class No.
पुस्तक संख्या 940.1
Book No.
रा० पु० / N. L. 38.

MGIPC—S4—9 LNL/66—13-12-66—1,50,000.

IMPERIAL LIBRARY.

This book was taken from the Library on the date last stamped. A fine of 1 anna will be charged for each day the book is kept over time.

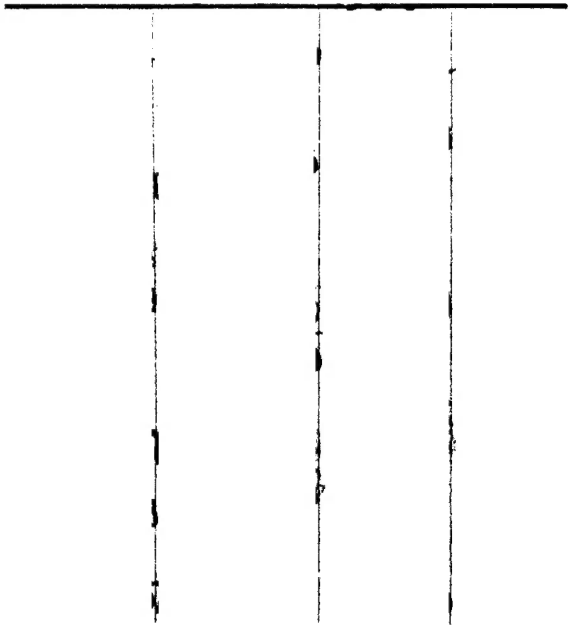

I. L. 44.

MGIPC—S7—III-3-74—15-9-36—20,000.

সেকালের লোক

"বর্ত্তমানের দীপ্তি অত্যন্ত উজ্জ্বল, মনোরম, সন্দেহ নাই, কিন্তু অতীতের অন্ধকারও পবিত্র ; বর্ত্তমান অতীতকে আবরণ করিয়া যে যবনিকা বিস্তৃত করিয়াছে, তাহার অন্তরালে আমাদের পূর্ব্বগামীদের যত্ন-সঞ্চিত রত্ন আছে, তাহা যেন আমরা ভুলিয়া না যাই।"—

সুরেশ সমাজপতি

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

M. A., F. S. S., F. R. E. S.,

বিরচিত

IMPERIAL LIBR.
No 3238.
Date 28.8.
CALCUTTA

কলিকাতা

১৩৪৬ বঙ্গাব্দ

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

গ্রন্থকার কর্তৃক
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

দ্বিতীয় সংস্করণ

দেড় টাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

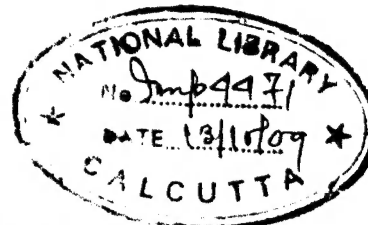

NATIONAL LIBRARY
No. Imp 4471
DATE 13/11/07
CALCUTTA

অসেচনক

শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র দে

সিদ্ধান্তসিদ্ধ, আই-সি-এস, বি-এ

করকমলেষু

ছোটমামা,

ছেলেবেলায়, আমরা দু'জনে জলখাবারের পয়সা বাঁচাইয়া কাগজ কিনিয়া 'Grandfather'এর জন্য খাতা বাঁধিতাম। আমরা দু'জনে তাহার লেখক, আমরা দু'জনে তাহার সম্পাদক, আমরা দু'জনে তাহার চিত্রকর, আমরা দু'জনে তাহার পাঠক, এবং আমরা দু'জনেই তাহার সমালোচক ছিলাম। তাহার পর কত বৎসর চলিয়া গিয়াছে! আজ তুমি কত বিদ্যা আহরণ করিয়া, কত জ্ঞান সঞ্চয় করিয়া, নানাদিকে তোমার প্রতিভা বিনিয়োজিত করিয়া, জীবন সার্থক করিতেছ। আমি কূপমণ্ডূকের ন্যায় বিফল জীবন যাপন করিতেছি। আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি আজি তোমারও নিকট পাঠাইতে সঙ্কোচ

অনুভব করিতেছি। কিন্তু জীবনের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে। আমার এই ব্যর্থ জীবনের যত অপূর্ণ আশা, যত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা, যাহার মধ্যে সফলতালাভ করিতে দেখিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম, ভগবানের অলঙ্ঘনীয় বিধানে তাহাকেও জন্মের মত হারাইয়া আমি আজ ভবিষ্যৎ অন্ধকারময় দেখিতেছি। এই দুর্বিষহ জ্বালাময় জীবন আরও কতকাল বহন করিতে হইবে জানি না। বর্ত্তমানের নৈরাশ্য এবং ভবিষ্যতের অন্ধকার হইতে মধ্যে মধ্যে দৃষ্টি অতীতের দিকে সঞ্চালিত করিতে ইচ্ছা হয় এবং সেই অতীতের মধ্যে তোমার স্মৃতিবিজড়িত বাল্যকালের মধুর দিনগুলি উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সেই দিনগুলির স্মৃতি আমার নিকট বড় প্রিয়। তাই তাহার সহিত আমার এই অকিঞ্চিৎকর রচনাগুলি সংশ্লিষ্ট করিয়া রাখিলাম। ইতি

চিরানুগত

মন্মথ

প্রথমবারের বিজ্ঞাপন

এই গ্রন্থের অন্তর্গত জীবনচরিতবিষয়ক প্রস্তাবত্রয়ের মধ্যে প্রথম দুইটি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" এবং তৃতীয়টি "যমুনা" নামক মাসিকপত্রে, পূর্ব্বে প্রকটিত হইয়াছিল। এক্ষণে ঈষৎ পরিবর্ত্তিত, পরিবর্দ্ধিত ও সংশোধিত হইয়া পুস্তকাকারে নিবদ্ধ হইল।

প্রবন্ধগুলি যে ভাবে পরিবর্ত্তিত ও সংশোধিত করিবার অভিপ্রায় ছিল, শরীরের ও মনের বর্ত্তমান অবস্থায় তাহার কিছুই সম্ভবপর হইল না।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১৩৩০

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

প্রথম সংস্করণের গ্রন্থগুলি নিঃশেষিত হওয়ায় দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। এবারে গ্রন্থখানি যথাসম্ভব সংশোধিত হইল এবং কয়েকখানি নূতন চিত্র সন্নিবিষ্ট হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই গ্রন্থখানি কয়েক বৎসর প্রবেশিকা পরীক্ষার্থিগণের পাঠযোগ্য বিবেচনা করিয়াছেন এবং কোন কোন বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ উহা তাঁহাদের বিদ্যালয়ে অবশ্যপাঠ্য পুস্তকরূপে নির্ব্বাচিত করিয়াছেন, এতজ্জন্য তাঁহারা আমার ধন্যবাদ ভাজন হইয়াছেন।

১।৩ কৃষ্ণরাম বসুর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা, ১১ই মাঘ, ১৩৪৬

শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ

বিষয়-সূচী

১। মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু ... ১

২। নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায় ... ৭৭

৩। আচার্য্য লালবিহারী দে ... ১৪৮

চিত্র-সূচী

১।	কৈলাসচন্দ্র বসু	মুখপত্র
২।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তরুণ বয়সে) ...	১৫
৩।	ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন	২২
৪।	রামচন্দ্র মিত্র	২৯
৫।	শ্রীনাথ ঘোষ	৩৩
৬।	কিশোরীচাঁদ মিত্র	৩৫
৭।	কালীপ্রসন্ন সিংহ	৩৭
৮।	কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন ...	৪১
৯।	রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব	৪৩
১০।	মেরী কার্পেন্টার ...	৪৯
১১।	রামগোপাল ঘোষ ...	৫৩
১২।	গিরিশচন্দ্র ঘোষ ...	৬১
১৩।	রমাপ্রসাদ রায়	৭৬
১৪।	রাজা রামমোহন রায় ...	৭৯
১৫।	প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর	৮৩
১৬।	ডেভিড হেয়ার ও তাঁহার দুইজন ছাত্র	৮৫
১৭।	প্রসন্নকুমার ঠাকুর	৯১
১৮।	লর্ড ড্যালহৌসী	৯৩
১৯।	দ্বারকানাথ মিত্র	৯৭
২০।	নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর ...	৯৯

২১। ডাক্তার এফ জে মৌয়েট ১০৫
২২। রমাপ্রসাদ রায়ের বাঙ্গালা হস্তাক্ষর ... ১১৩
২৩। কৃষ্ণদাস পাল ... ১১৭
২৪। লর্ড ক্যানিং ১১৯
২৫। রমাপ্রসাদ রায়ের ইংরাজী হস্তাক্ষর ... ১২৭
২৬। দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ... ১৩৫
২৭। বিদ্যাসাগর ১৪৩
২৮। লালবিহারী দে ... ১৪৮
২৯। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫০
৩০। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ... ১৫২
৩১। কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫৪
৩২। ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্‌ ... ১৫৯
৩৩। ডেভিড হেয়ার ১৬৪
৩৪। স্যর জন উইলিয়ম কে ... ১৭৫
৩৫। স্যর সিসিল বীডন ১৮৫
৩৬। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ১৯৩
৩৭। আচার্য্য ই, বি, কাউএল ১৯৫
৩৮। শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ... ১৯৮
৩৯। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ২০২
৪০। স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ... ২০৬
৪১। স্যর রিচার্ড টেম্প্‌ল্‌ ... ২১০

কৈলাসচন্দ্র বসু

সেকালের লোক

মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু

উপক্রমণিকা। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষা-প্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে আমাদের মৃতপ্রায় সমাজে এক নূতন জীবনস্রোতঃ প্রবাহিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম সংস্কারে, কি সমাজ সংস্কারে, কি শিক্ষাবিস্তারে, কি রাজনীতিক ক্ষেত্রে, নূতন ও মহান্ আদর্শ বহন করিয়া অনেকগুলি একনিষ্ঠ সাধক অবিচলিত উৎসাহ, অসীম আগ্রহ, অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও প্রশংসনীয় অধ্যবসায়ের সহিত, অপূর্ব্ব প্রতিভা ও অতুল শক্তি লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন। যে যুগে রামমোহন রায়, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ধর্ম্মবীরের আবির্ভাব হইয়াছিল, দ্বারকানাথ ঠাকুর, কিশোরীচাঁদ মিত্র, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রভৃতি সমাজ-সংস্কারক অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, রামগোপাল ঘোষ, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র

নামক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-সভার সুযোগ্য সম্পাদকরূপে তিনি দীর্ঘকাল য়ুরোপীয় ও দেশীয় শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে সেতু-স্বরূপ বিরাজিত ছিলেন। তিনি শক্তিশালী লেখক ছিলেন এবং যেখানেই তিনি দেখিতেন—

"দুর্ব্বল হইছে চূর্ণ প্রবলের বিজয় গৌরবে"

সেই খানেই তিনি দুর্ব্বলের পক্ষ অবলম্বন করিয়া সমগ্র শক্তির সহিত প্রবলকে আক্রমণ করিতেন। দেশে শিক্ষা-বিস্তারের জন্য, বিশেষতঃ স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য, তিনি কায়মনোবাক্যে চেষ্টা পাইয়াছিলেন। ঢক্কানিনাদে আত্ম-ঘোষণা না করিয়া তিনি নীরবে যথাশক্তি দেশের সেবা করিতেন। তাঁহার ন্যায় উচ্চশিক্ষিত জননায়কগণই চরিত্রের মহত্বে, নিরহঙ্কার পাণ্ডিত্যে, নির্ভীক দেশপক্ষ-সমর্থনে, ও অপূর্ব্ব ন্যায়নিষ্ঠায় য়ুরোপীয়দিগের নিকট আমাদের জাতীয় সম্মান প্রতিষ্ঠিত করিয়া, তাঁহাদিগকে সমগ্র জাতির প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ করিয়াছিলেন; তাহাতে দেশের যে কি মহোপকার সাধিত হইয়াছিল, তাহা আমাদিগের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। আমরা দীর্ঘ ভূমিকা অপ্রয়োজনীয় বোধে সংক্ষেপে এই বিস্মৃতকীর্ত্তি বাঙ্গালীর পরিচয় প্রদান করিতে অগ্রসর হইব।

ঘোষ, কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি স্বদেশহিতৈষী রাজনীতিকগণ আবির্ভূত হন, রমাপ্রসাদ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, দ্বারকানাথ মিত্র, শম্ভুনাথ পণ্ডিত প্রভৃতি মনীষিগণ জন্মগ্রহণ করেন, রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কালী-প্রসন্ন সিংহ, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যরথিগণের উদ্ভব হয়, সেই অসামান্য মানসিক উদ্দীপ্তির যুগের বিস্তৃত ইতিহাস এখনও লিপিবদ্ধ হয় নাই। ইতিহাসের অভাবেই হউক বা উপকারকের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার অভাবেই হউক, যে সকল অগ্রণীর হৃদয়-শোণিতে আমাদের ধর্ম্ম ও সমাজ পুষ্ট হইয়াছে, শিক্ষা-প্রণালী উন্নত হইয়াছে, রাজনীতিক অধিকার বিস্তৃত হইয়াছে, জাতীয় গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, অর্দ্ধ শতাব্দী অতীত হইতে না হইতেই আমরা তাঁহাদের অনেকেরই সাধনা ও আত্মত্যাগের কথা, অনেকেরই কীর্ত্তি-কাহিনী সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়াছি। যে প্রতিভাশালী বাঙ্গালীর নাম লইয়া আজি আমরা পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহার নাম অনেকের নিকটেই অপরিজ্ঞাত। অথচ পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্ব্বে এই অকৃত্রিম সাহিত্য-সেবক, দেশপ্রিয় বাগ্মী ও স্থিতপ্রজ্ঞ জননায়কের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালীর নিত্যস্মরণীয় ছিল। বেথুন সোসাইটি

জন্ম ও বংশ-পরিচয়। ১৮২৭ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র কলিকাতার একটি অতি প্রাচীন ও সম্ভ্রান্ত বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার প্রপিতামহ দেওয়ান ভবানীচরণ বসু ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধীনে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন এবং সমসাময়িক সমাজে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বভাব অতি বিশুদ্ধ ও পবিত্র ছিল এবং দানশীলতার জন্য তিনি তৎকালীন সমাজে সুবিখ্যাত ছিলেন। তিনি অতিশয় মিষ্টভাষী ছিলেন এবং শিষ্টাচারে তাঁহার সমকক্ষ ব্যক্তি অতি বিরল ছিল। দরিদ্র-পালন ও অতিথি-সেবা তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার অতিথিশালায় যত অতিথি আসিতেন কেহই বিফল-মনোরথ হইতেন না, সকলেই পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিতেন। শুনা যায়, অতিথিগণের নিক্ষিপ্ত পাতা ও গেলাসে অতিথিশালার পুষ্করিণীটি প্রায় বুজিয়া গিয়াছিল। তিনি সমস্ত দিন অনাহারে থাকিয়া বিষয়কার্য্য করণানন্তর, সন্ধ্যাকালে অতিথি কেহ অভুক্ত আছেন কি না দেখিয়া হবিষ্যান্ন ভোজন করিতেন। ভবানীচরণের পত্নী ভুবনেশ্বরীও তাঁহার স্বামীর উপযুক্ত সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ভবানীচরণের চারি পুত্র—রামনিধি, রামতনু, রামমোহন ও ফকীরচন্দ্র। জ্যেষ্ঠ রামনিধি ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে কার্য্য

করিতেন। ইনিও পিতার ন্যায় চরিত্রবান্ পুরুষ ছিলেন। ইঁহাদের বাটীর সম্মুখস্থ রামতনু বসুর লেন, মধ্যম ভ্রাতা রামতনুর সামাজিক প্রতিপত্তির পরিচায়ক। রামনিধির চারি পুত্র ছিল—জ্যেষ্ঠ হরলাল, মধ্যম দুর্গাচরণ, তৃতীয় নন্দলাল ও কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। হরলালের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্র ও কনিষ্ঠ যদুনাথ। জ্যেষ্ঠ কৈলাসচন্দ্রের জীবন-কাহিনী বিবৃত করাই বর্ত্তমান প্রস্তাবের উদ্দেশ্য!

প্রাথমিক শিক্ষা। শৈশবে কৈলাসচন্দ্র নবীন মাধব দে কর্ত্তৃক পরিচালিত একটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। পরে তিনি ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রবিষ্ট হন। তাঁহার ছাত্রজীবনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবার পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ও উহার প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্য গৌরমোহন আঢ্য মহাশয় সম্বন্ধে দুই একটি কথা এইস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

উচ্চশিক্ষা। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী ও গৌরমোহন আঢ্য। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে ২০শে জানুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য জন্ম পরিগ্রহ করেন। বাল্যকালে তিনি সামান্য শিক্ষাই প্রাপ্ত হন। কিন্তু তিনি সাধু ও ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বদেশপ্রেম ও

জনহিতৈষণার জন্য, বিশেষতঃ এতদ্দেশে ইংরাজীশিক্ষা বিস্তারের একজন প্রধান উদ্যোগী বলিয়া, তিনি দেশবাসীর চিরস্মরণীয় হইয়াছেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে Calcutta Literary Observer নামক অধুনাবিলুপ্ত একটি পত্রে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর যে বিবরণ প্রকাশিত হয়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে 'কলিকাতা রিভিউ' নামক সুপ্রসিদ্ধ ত্রৈমাসিকের ত্রয়োদশ খণ্ডে একজন লেখক তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রাজা বিনয়-কৃষ্ণ দেবের 'কলিকাতার ইতিহাসে' উহা পুনরুদ্ধৃত হইয়াছে। আমরাও এস্থলে উহা উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না :—

"সপ্তবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তিনি (গৌরমোহন) উপার্জ্জনের জন্য কোন সুবিধাজনক পথ না দেখিয়া স্বদেশীয়দিগের নিমিত্ত একটি স্কুল স্থাপন করিলেন এবং কয়েক বৎসর অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহিত পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তৎপরে তাঁহার ছাত্র-সংখ্যা যখন প্রায় ২০০ হইয়া উঠিল, সেই সময়ে তিনি টার্ণবুল নামক এক সাহেবকে অংশী করিয়া লইলেন। ইহার পর ক্রমশঃই তাঁহার স্কুলের উন্নতি হইতে লাগিল। তাঁহার অংশীর মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার নিজ মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি অতি দক্ষতার সহিত নিজ তত্ত্বাবধানে স্কুলের কার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তিনি হার্ম্মান জিওফ্রি নামক একজন দুঃস্থ ব্যারিষ্টার প্রাপ্ত হন;

সেই ব্যারিষ্টারের উৎকৃষ্ট শিক্ষায় গৌরমোহনের স্কুল বিলক্ষণ প্রাধান্য লাভ করিল। গৌরমোহনকে দেখিলেই ধর্ম্মভীরু বলিয়া বোধ হইত। তিনি এরূপ সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন, তিনি প্রথম শ্রেণীর বালকদিগকে অকপটে বলিয়া ফেলিতেন যে, আমি তোমাদিগকে পড়াইতে পারি না। বৃথা অভিমানের লেশমাত্র তাঁহাতে ছিল না। যাহা তিনি জানিতেন, তাহা অন্য সমস্ত দেশীয় শিক্ষক অপেক্ষা উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিতে পারিতেন। তিনি অতি মৃদুস্বভাব ছিলেন; আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, নানা প্রকার স্বভাব ও মেজাজের লোকের সহিত তাঁহাকে কার কারবার করিতে হইলেও তিনি অতি সুকৌশলে আপনার কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। তিনি কখনও কাহারও বিরাগভাজন হন নাই। তিনি ছাত্রমণ্ডলীর অতিশয় প্রিয়পাত্র ছিলেন; আর যদিও তিনি নিয়মানুগামিতা ও বশবর্ত্তিতা সম্বন্ধে কঠোর শাসনপ্রণালী অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না এবং যদিও তাঁহাকে এমন অনেক স্বেচ্ছাচারী বালককে লইয়া চলিতে হইত যাহাদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি তাহাদের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে, কিন্তু তথাপি তিনি সকলেরই সম্মানভাজন ও অনেকের প্রণয়াস্পদ হইয়াছিলেন।" *

'কলিকাতা রিভিউ' পত্রের লেখক লিখিয়াছেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উক্ত বিদ্যালয়ের বাৎসরিক বিবরণী প্রভৃতি হইতে প্রতীত হয় যে

* রাজা বিনয়কৃষ্ণ দেবের "কলিকাতার ইতিহাস।"

৺সুবলচন্দ্র মিত্রের অনুবাদ।

১৮২৯ খৃষ্টাব্দের ১লা মার্চ্চ দিবসে উহা স্থাপিত হয়। বোধ হয় এই সময়েই টার্ণবুল সাহেবের মৃত্যু হয় এবং গৌরমোহন বিদ্যালয়ের একমাত্র স্বত্বাধিকারী হন। যাহা হউক, গৌরমোহনের প্রযত্ন ও চেষ্টাতেই এই বিদ্যালয় অসামান্য প্রতিপত্তি লাভ করে এবং এই বিদ্যালয় বরাবর 'গৌরমোহন আঢ্যের স্কুল' বলিয়াই পরিচিত।

গৌরমোহন তাঁহার বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে পুত্রাধিক স্নেহ করিতেন। উৎকৃষ্ট বালকগণকে তিনি প্রয়োজন হইলে বিনাবেতনে শিক্ষা দিতেন এবং তাহাদের কেহ কোনও দিন অনুপস্থিত হইলে স্বয়ং তাহার বাটীতে গিয়া সংবাদ লইতেন। প্রত্যেক ছাত্রের চরিত্রের প্রতি তাঁহার প্রখর দৃষ্টি ছিল; অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সুশিক্ষা প্রদানের জন্য ওরিয়েণ্টাল সেমিনারী অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। হিন্দুকলেজে ডিরোজিওর হিন্দু ছাত্রগণ স্বাধীনচিন্তা শিক্ষা করিয়া যে ভাবে হিন্দুসমাজের বক্ষে শেলাঘাত করত চিরানুসৃত আচারাদি পদদলিত করিতেছিলেন, সংস্কারের নামে যথেচ্ছাচারিতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার প্রবর্ত্তন করিতেছিলেন, তাহাতে হিন্দু অভিভাবকগণ সন্তানদিগকে উচ্চ ইংরাজীশিক্ষা প্রদান করিতে শঙ্কিত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকগণ হিন্দু বালকদিগকে উচ্চশিক্ষা

প্রদানের সহিত যে ভাবে তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস শিথিল করিয়া দিতেছিলেন তাহা দেখিয়া হিন্দুসমাজ বিচলিত হইয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াও এই জন্য সকল হিন্দু অভিভাবক সন্তানদিগকে ইংরাজী শিক্ষা প্রদানে তাদৃশ উৎসুক ছিলেন না। গৌরমোহন আঢ্যের চেষ্টাতেই এদেশে ইংরাজী শিক্ষার আদর বাড়িয়াছিল। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর ছাত্রগণ ইংরাজী শিক্ষালাভ করিয়াও স্বধর্ম্ম ও দেশাচার পরিত্যাগ করেন নাই। বিদ্যার সহিত বিনয় ও শিষ্টাচার সম্মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাজের যথার্থ অলঙ্কাররূপে পরিণত করিয়াছিল। যে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা সাহিত্যের একনিষ্ঠ সেবক অক্ষয়কুমার দত্ত, হাই-কোর্টের সর্ব্বপ্রথম দেশীয় বিচারপতি শম্ভুনাথ পণ্ডিত, 'হিন্দু-পেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক দেশব্রত গিরিশচন্দ্র ঘোষ এবং প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণদাস পাল প্রভৃতি মহাত্মগণ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন, সে বিদ্যালয়ের শিক্ষাপ্রণালী যে কিরূপ উৎকৃষ্ট ছিল তাহা বলাই বাহুল্য।

পূর্ব্বে ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য গ্রন্থাদি পঠিত হইত না; আজিকালি উচ্চশ্রেণীর কলেজে যে উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হয়, ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর প্রথম শ্রেণীতে

সেইরূপ উচ্চশিক্ষা প্রদত্ত হইত। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই বিদ্যালয়ে কেবলমাত্র স্কুলপাঠ্য পুস্তক পড়ান হইতেছে। যাহাতে ছাত্রগণ বিশুদ্ধভাবে ইংরাজী পড়িতে ও লিখিতে পারেন সেই দিকে গৌরমোহনের বিলক্ষণ দৃষ্টি ছিল। তিনি স্বল্পবেতনে সঙ্গতিহীন অথচ কৃতবিদ্য য়ুরোপীয় শিক্ষক সংগ্রহ করিতেন এবং নিম্নতম শ্রেণীতেও বালকদিগকে ইংরাজ শিক্ষকের দ্বারা ইংরাজী ভাষায় শিক্ষাপ্রদান করাইতেন। ফলে, শৈশব হইতেই বালকগণ ইংরাজী শব্দ বিশুদ্ধভাবে উচ্চারণ করিতে শিখিত।

যে সময়ে কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীতে প্রবিষ্ট হন, সেই সময়ে হার্মান জেফ্রয় নামক একজন ফরাসী পণ্ডিত এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ইনি অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। য়ুরোপীয় অনেকগুলি ভাষায় ইঁহার অসামান্য ব্যুৎপত্তি ছিল। ইনি প্রথমে ব্যারিষ্টার হইয়া এতদ্দেশে আগমন করেন, কিন্তু অত্যধিক পানদোষ থাকায় ইনি ব্যারিষ্টারিতে প্রতিপত্তিলাভ করিতে পারেন নাই এবং নিতান্ত দারিদ্র্যদশায় পতিত হন। গৌরমোহন ইঁহাকে এক-শত মুদ্রা বেতনে স্বীয় বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত করেন। হার্মান জেফ্রয় তাঁহার ছাত্রগণকে অতিশয় যত্নের সহিত শিক্ষা দিতেন। তাঁহার একজন ছাত্র তাঁহার

আত্মচরিতে লিখিয়াছেন যে এক এক দিন তিনি প্রমত্ত অবস্থাতেও ইংরাজী গ্রন্থাদি হইতে সুন্দর সুন্দর অংশের এরূপ মনোহর আবৃত্তি করিতেন যে তদ্দ্বারা তাঁহার ছাত্রেরা যথেষ্ট উপকৃত হইতেন। গৌরমোহন বিদ্যালয়ে একটি পাঠাগারেরও প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জ্ঞানপিপাসু ছাত্রগণ বিদ্যালয়ের ছুটির পরেও তথায় পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত অন্যান্য সদ্‌গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবার সুযোগ পাইতেন। হার্মান জেফ্রয়ের সভাপতিত্বে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণের একটি তর্কসভাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এইস্থানে শম্ভুনাথ পণ্ডিত, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি বিখ্যাত ব্যক্তি ছাত্রাবস্থায় বিচার ও তর্ক করিবার শক্তি অর্জ্জন করিতেন।

গৌরমোহন আঢ্য সম্বন্ধে আমরা এত অল্প জানি যে তাঁহার প্রিয়তম শিষ্য গিরিশচন্দ্র ঘোষ তৎসম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ৬ই মার্চ্চ দিবসে তাঁহার ও তাঁহার বিদ্যালয় সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার কিয়দংশ এস্থলে অনুবাদ করিলে, আশা করি পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। গিরিশচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার মর্ম্ম এই :

"কেবলমাত্র একজন ব্যক্তির চেষ্টা ও উদ্যম কিরূপে জনসাধারণের কুসংস্কার ও ঔদাসীন্য পরাভূত এবং শিক্ষার আদর্শ উন্নত করিতে পারে তাহার উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর ইতিহাসে

যেরূপ পরিলক্ষিত হয় সেরূপ দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। এই সুপরিচালিত বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাপয়িতা এক্ষণে ইহলোকে নাই। যে মহৎ কার্য্য তিনি তাঁহার জীবনের একমাত্র ব্রত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই কার্য্যেই তিনি তাঁহার জীবন উৎসর্গ করিয়া গিয়াছেন। যদি তাঁহার অদৃষ্ট তাঁহাকে অন্যভাবে পরিচালিত করিত তাহা হইলে হয়ত তিনি একজন প্রসিদ্ধ রাজনীতিবিশারদ হইতে পারিতেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষকরূপে অবশ্যই তিনি অসামান্য প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সামান্য স্তূপ হইতে তিনি উত্তুঙ্গ পর্ব্বতের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় ওরিয়েন্টাল সেমিনারীর ছাত্রসংখ্যা এক শতও ছিল কিনা সন্দেহ, তাঁহার মৃত্যুকালে উহার ছাত্রসংখ্যা আটশত হইয়াছিল। এই বিদ্যালয় কেবল একজন ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত বলা যাইতে পারে এবং উহা তাঁহার অবিচলিত উদ্যম ও অক্লান্ত অধ্যবসায়ের কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে। হিন্দু কলেজ ও মিশনারী বিদ্যালয়গুলির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা উহার গৌরব কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ করিতে পারে নাই। পক্ষান্তরে, উহার পরলোকগত প্রতিষ্ঠাপয়িতা যে উত্তম শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার ফলে উহা সর্ব্বসাধারণের নিকট যথোচিত সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছে। সুকুমারমতি বালকগণের মনে উচ্চ নৈতিক ভাব অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দেওয়া এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞান, অমায়িক ও নির্ম্মল স্বভাব, এবং চরিত্রগত বিবিধ সদ্‌গুণাবলীর সুদৃঢ় ভিত্তি নির্ম্মিত করিয়া দেওয়াই এই শিক্ষাপ্রণালীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সংক্ষেপে বলিতে গেলে, দাম্ভিক পাণ্ডিত্যাভিমানী ব্যক্তির পরিবর্ত্তে বুদ্ধিমান এবং কর্ত্তব্যপরায়ণ নাগরিকের সৃষ্টি করাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল এবং এই

উদ্দেশ্য অসামান্য সাফল্য লাভ করিয়াছিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে লর্ড অকল্যাণ্ড এডওয়ার্ড রায়ানের সহিত এই বিদ্যালয় পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ও লর্ড জোস্‌লিন বিদ্যালয়ের তরুণ বয়স্ক ছাত্রদিগের সাহিত্যে অধিকার ও ব্যুৎপত্তি দেখিয়া যে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন সে কথা তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনারেল এ কথাও বলিয়াছিলেন যে এই বিদ্যালয় হিন্দু কলেজ হইতে কোন বিষয়ে নিকৃষ্ট নহে। গবর্ণমেণ্ট কলেজে যে সকল সুবিধা আছে এখানে তাহা নাই, তথাপি যে উহা গবর্ণর জেনারেলের নিকট এরূপ উচ্চ প্রশংসা লাভ করিয়াছে ইহা নিশ্চিতই অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

কৈলাসচন্দ্র ওরিয়েণ্টাল সেমিনারীর একজন উৎকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন। তাঁহার সতীর্থগণের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষের নাম উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের ইংরাজীতে যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও তিনি গণিতশাস্ত্রে তাদৃশ পারদর্শী ছিলেন না। সেই জন্য বাৎসরিক পরীক্ষায় গিরিশচন্দ্র প্রতিবারই দ্বিতীয় স্থান এবং কৈলাসচন্দ্র প্রথম স্থান অধিকার করিতেন। উভয়েরই সুন্দর আবৃত্তিশক্তি ছিল। তাঁহাদের সেক্ষপীয়রের আবৃত্তি যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারাই মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ বক্তাদের বক্তৃতাভঙ্গী অনুকরণ করিবার কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য ক্ষমতা ছিল। কৈলাসচন্দ্র ও গিরিশচন্দ্র যে ভবিষ্যতে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন তাঁহাদের শিক্ষক-

গণ এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ভবিষ্যদ্বাণী আশাতীতরূপে সফল হইয়াছিল।

হস্তলিখিত সাময়িক পত্র। ছাত্রাবস্থায় কৈলাসচন্দ্র বিদ্যালয়ে এক হস্তলিখিত সাময়িক পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র, তাঁহার সতীর্থ গিরিশচন্দ্র এবং গিরিশ চন্দ্রের জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম অগ্রজ ক্ষেত্রচন্দ্র ও শ্রীনাথ (যিনি পরে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্ চেয়ারম্যান হইয়াছিলেন) এই পত্রে সুন্দর সুন্দর সন্দর্ভাদি লিখিতেন। কৈলাসচন্দ্রের হস্তাক্ষর অতি সুন্দর ছিল। তিনি সুন্দর হস্তাক্ষরে সেই সকল প্রবন্ধ একটি খাতায় নকল করিয়া পত্রিকাখানি সহপাঠিগণকে পাঠ করিতে দিতেন।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবসে গৌরমোহন আঢ্য পরলোকে গমন করেন। গৌরমোহন বাল্যকাল হইতে জলপথে ভ্রমণ করিতে ভয় পাইতেন, কারণ তিনি সন্তরণ জানিতেন না। জীবনে একবার মাত্র তিনি বিদ্যালয়ের জন্য একজন য়ুরোপীয় শিক্ষকের অন্বেষণে শ্রীরামপুরে জলপথে গমন করেন। প্রত্যাগমনকালে ঝটিকাবেগে তাঁহার ক্ষুদ্র নৌকা উল্টাইয়া যায় এবং গৌরমোহন জলমগ্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। গৌরমোহন আমাদের দেশে

গিরিশচন্দ্র ঘোষ (তরুণ বয়সে)

ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য যাহা করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার স্মৃতি তাঁহার কৃতজ্ঞ দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারী বাস্তবিকই গৌরমোহনের অক্ষয় কীর্ত্তিস্তম্ভ। কয়েক বৎসর হইল বাঙ্গালার লেফ্‌টেনাণ্ট গভর্ণর স্যর এণ্ড্রু ফ্রেজার ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর গৃহে গৌরমোহনের একটী প্রস্তরময় স্মৃতিফলক প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই মহাত্মার প্রতি উপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়াছেন।

পিতৃবিয়োগ। গৌরমোহনের মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কৈলাসচন্দ্র উচ্চতম শিক্ষালাভের জন্য হিন্দু কলেজে প্রবিষ্ট হন। কিন্তু তাঁহার পিতৃবিয়োগ হওয়ায় অধিককাল তিনি হিন্দুকলেজে পাঠ করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার পিতার অবস্থা তেমন সচ্ছল ছিল না। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর কৈলাসচন্দ্রের পিতৃব্যগণ পৃথক হইলেন। অল্প বয়সেই কৈলাসচন্দ্র অভিভাবকশূন্য হইয়া নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইলেন। বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া তিনি অল্প বয়সেই কর্ম্মজীবনে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইলেন।

কর্ম্মজীবনে প্রবেশ। তিনি প্রথমে মেসার্স ককারেল্ এণ্ড কোম্পানীর (Messrs. Cockerell

& Co.) আফিসে একটি সামান্য কেরাণীর পদ প্রাপ্ত হন। পরে, বোধ হয় ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে, তিনি মিলিটারি একাউণ্টেণ্ট জেনারেলের আফিসে তদানীন্তন রেজিষ্ট্রার মিষ্টার হিলের অধীনে একটি কর্ম্ম প্রাপ্ত হন। এই সময়ে নিমতলা ষ্ট্রীটে অবস্থিত ফ্রী চার্চ্চ ইনষ্টিটিউসনের গৃহে প্রসিদ্ধ খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক ও বাগ্মী রেভারেণ্ড ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ খ্রীষ্টধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা সম্বন্ধে ধারাবাহিক রূপে কয়েকটি বক্তৃতা প্রদান করেন। কৈলাসচন্দ্র সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া অপূর্ব্ব তর্ক-শক্তি দ্বারা আলেক্‌জাণ্ডার ডফের যুক্তিগুলির ভ্রম প্রদর্শন করিতেন। তরুণ বাঙ্গালী যুবকের এই অদ্ভুত তর্কশক্তি অবলোকন করিয়া সমাগত ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ ও চমৎকৃত হইতেন। এই সময়ে তিনি ইংরাজীতে Christianity, what is it? বা "খ্রীষ্টধর্ম্মের স্বরূপ কি?" শীর্ষক একটি প্রস্তাব প্রণয়ন করিয়া পুস্তিকাকারে প্রকাশিত করেন। এই স্থলে ইহা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে কৈলাসচন্দ্র হিন্দুধর্ম্মে বিশেষ আস্থাবান ছিলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি তত্ত্ববোধিনী সভার প্রধান সভ্যগণ বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু ধর্ম্ম-গ্রন্থাদিতে শিক্ষাদানের জন্য তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা নামক যে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন, কৈলাসচন্দ্র উহাতে কিছুকাল হিন্দুধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

লিটারারী ক্রনিক্‌ল্‌। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র 'The Literary Chronicle' নামক এক-খানি ইংরাজী মাসিক-পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। সেপ্টেম্বর মাসে উহার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। তাঁহার সুযোগ্য সম্পাদকতায় এই পত্রিকাখানি শিক্ষিত বাঙ্গালীসমাজে যথেষ্ট সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল। পত্রিকাখানি কিঞ্চিদধিক দুই-বৎসর কাল প্রকাশিত হয়। পরে উহার প্রচার বন্ধ হইয়া যায়। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ ও সহচর গিরিশচন্দ্র ঘোষ এই পত্রিকায় অনেকগুলি সুন্দর প্রস্তাব লিখিয়াছিলেন। সে প্রস্তাবগুলিতে নির্ভীক ও স্বাধীনভাবে তিনি সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় প্রশ্নাদির আলোচনা করিতেন। প্রথম সংখ্যায় তিনি East India Company's Policy বা "ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর নীতি" শীর্ষক একটি প্রবন্ধে কোম্পানীর সর্ব্বগ্রাসিনী নীতির যে ন্যায় ও যুক্তি সমন্বিত অথচ কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন তাহা পড়িলে বিস্মিত হইতে হয়। মৎসম্পাদিত "Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee*" নামক গ্রন্থে এই প্রস্তাব পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৈলাসচন্দ্রের অনেকগুলি

মনোজ্ঞ প্রবন্ধ এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। হিন্দু ও য়ুরোপীয় নাটক সম্বন্ধে তাঁহার একটি সুন্দর প্রবন্ধ এই পত্রিকায় পড়িয়াছি বলিয়া আমাদের স্মরণ হয়। এই পত্রিকায় মধ্যে মধ্যে উৎকৃষ্ট ইংরাজী কবিতাও প্রকাশিত হইত। 'রেইস এণ্ড রায়ত' সম্পাদক শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার সাহিত্য-গুরু গিরিশচন্দ্র ঘোষের একটি বিস্তৃত জীবন চরিত লিখিবার জন্য উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপ্রকাশিত 'Notes' হইতে প্রতীত হয় যে কৈলাসচন্দ্রের Literary Chronicle পত্রে গিরিশচন্দ্র শিখ যুদ্ধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রাণোন্মাদিনী কবিতা লিখিয়াছিলেন। কৈলাস-চন্দ্রের পূর্ব্বে আর কোনও দেশীয় ব্যক্তি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন নাই। সুতরাং এই ক্ষেত্রে কৈলাসচন্দ্র অগ্রণী ছিলেন। দুঃখের বিষয়, বাঙ্গালী আজ এই কৃতী পুরুষের নাম পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়াছে।

'চার্টার' সভা। কৈলাসচন্দ্র কেবল সুলেখক ছিলেন না। তাঁহার অপূর্ব্ব বক্তৃতাশক্তি ছিল। জন-হিতকর প্রকাশ্য সভা সমিতিতে তিনি প্রায়ই উৎসাহের সহিত যোগদান করিতেন। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ৩রা জুন দিবসে বোর্ড অব কণ্ট্রোলের সভাপতি সার চার্লস্ উড হৌস্ অব

কমন্স সভায় ভারতবর্ষীয় রাজকর্ম্মচারী নিয়োগ বিষয়ক একটি প্রস্তাব উপস্থাপিত করেন। তখন কি কি সর্ত্তে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে নূতন চার্টার বা সনন্দ প্রদত্ত হইবে, কমন্স সভায় তাহা আলোচিত হইতেছিল। স্যর চার্লসের প্রস্তাবটী কতিপয় বিষয়ে অতি উত্তম হইলেও অনেক বিষয়ে উহা শিক্ষিত ভারতবাসীর আশার অনুরূপ হয় নাই। উহাতে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং সিবিল সার্ভিসে ভারতবাসীর নিয়োগ, বিচার বিভাগে দেশীয় কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি, লাভজনক পূর্ত্তকার্য্যের বিস্তার প্রভৃতি অনেকগুলি অতি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ ছিল না। এই সকল বিষয়ে এদেশে রাজনীতিক আন্দোলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিয়া রামগোপাল ঘোষ প্রভৃতি বাঙ্গালার জননায়কগণ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জুলাই দিবসে টাউন হলে এক বিরাট সভা আহূত করেন। উহার পূর্ব্বে এদেশে কোনও প্রকাশ্য সভায় এত জনতা হয় নাই। টাউনহলে ও উহার সন্নিহিত স্থানে যে লোকসমাগম হইয়াছিল তাহার সংখ্যা সম্বন্ধে ৩০০০ হইতে ১০০০০ পর্য্যন্ত নানালোকে নানাপ্রকার অনুমান করিয়াছিলেন। কলিকাতা ও কলিকাতার উপকণ্ঠস্থ সকল সম্প্রদায়ের সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিই সভাস্থলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অনেক ব্যক্তিকে স্থানাভাবে নিরাশ হৃদয়ে

গৃহে প্রত্যাগমন করিতে হইয়াছিল। রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর, রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাদুর, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল বাহাদুর, রামগোপাল ঘোষ, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, হরচন্দ্র দত্ত, প্যারীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কৈলাসচন্দ্র বসু ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রভৃতি এই সভায় বক্তৃতা করেন। পঞ্চবিংশবর্ষীয় যুবক কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটি এত হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছিল যে এই সময় হইতেই কৈলাসচন্দ্র সুবক্তা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। পার্লিয়ামেণ্টের কমন্স সভায় এই সভার কার্য্য বিবরণী ও শিক্ষিত ভারতবাসীর একটী আবেদন পত্র * প্রেরিত হয়। ফলে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর চার্টার স্থানে স্থানে সংশোধিত হয় এবং ভারতবাসী সিবিল সার্ভিসে প্রবেশাধিকার লাভ করেন।

বেথুন সভা। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ১১ই ডিসেম্বর দিবসে ভারতবর্ষের ব্যবস্থাসচিব, শিক্ষাপরিষদের সভাপতি ও ভারতবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু পুণ্যশ্লোক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ডাক্তার মৌয়েট এতদ্দেশীয় শিক্ষিত

* সুপ্রসিদ্ধ হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় এই আবেদন পত্রের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছিলেন।

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন

IMPERIAL

ব্যক্তিবৃন্দের সহযোগিতায় 'বেথুন' সোসাইটী নামক এক সাহিত্য-সভার প্রতিষ্ঠা করেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞান আলোচনায় অনুরাগ জন্মাইবার এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয়-দিগের মধ্যে জ্ঞানানুশীলন বিষয়ক সংযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে এই সমিতির প্রতিষ্ঠা। † এই সভা এক্ষণে মৃত কিন্তু বহু বৎসরকাল ব্যাপিয়া এই সভা আমাদের মানসিক উন্নতির জন্য যে প্রয়াস পাইয়াছে তাহা আমাদের সামাজিক ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত হইবে। যখন ডাক্তার মৌয়েট, ডাক্তার ডফ্, আর্চডিকন প্র্যাট, অধ্যাপক কাউয়েল, কর্ণেল ম্যালিসন, কর্ণেল গুড্‌উইন, ডাক্তার রোয়ার, ডাক্তার চেভার্স, রেভারেণ্ড ডল প্রভৃতি য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ এবং গুডিব চক্রবর্ত্তী, কৃষ্ণমোহন

---

† যে সকল শিক্ষিত ব্যক্তি এই সভার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করেন এবং সর্ব্ব প্রথম এই সভার সভ্য হন তাঁহাদের নাম এস্থলে উল্লেখযোগ্য :—

এফ্, জে, মৌয়েট এম্ ডি ; পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ লঙ ; মেজর জি, টি, মার্স্যাল, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার স্প্রেঞ্জার, ডাক্তার গুডিব চক্রবর্ত্তী, এল, চ্যাট, বাবু রামগোপাল ঘোষ, বাবু রাধানাথ শিকদার, বাবু রামচন্দ্র মিত্র, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, বাবু হর-

বন্দ্যোপাধ্যায়, লালবিহারী দে, কৈলাসচন্দ্র বসু, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, কিশোরীচাঁদ মিত্র, প্যারীচরণ সরকার, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, নবীনকৃষ্ণ বসু, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, মহেন্দ্রলাল সরকার প্রভৃতি উচ্চ শিক্ষিত বাঙ্গালীর বাগ্মিতায় বেথুন সভার গৃহ মুখরিত হইয়া উঠিত তখন সভার কি গৌরবের দিনই গিয়াছে! তখন গবর্ণর জেনারেল, লেফ টেনাণ্ট গবর্ণর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারীরা বিনা নিমন্ত্রণে এই সভায় বক্তৃতা শ্রবণ করিতে আসিতে কুণ্ঠাবোধ করিতেন না। কৈলাসচন্দ্র কেবল এই সভার প্রতিষ্ঠাতা-সভ্য ছিলেন না, তিনি এই সভায় বহু সারগর্ভ সন্দর্ভাদি পাঠ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বক্তাদের বক্তৃতার পরে যে তর্কবিতর্ক হইত তাহাতে প্রায়ই যোগদান করিতেন। এই সভায় সর্ব্বপ্রথমে তিনি 'A comparative view of the European and Hindu Drama' (য়ুরোপীয় ও হিন্দু নাটকের তুলনায় সমালোচনা) শীর্ষক একটী

মোহন চট্টোপাধ্যায়, বাবু জগদীশনাথ রায়, বাবু নবীন চন্দ্র মিত্র, বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু প্যারীচরণ সরকার, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র, বাবু রসিকলাল সেন, বাবু প্রসন্নকুমার মিত্র, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, বাবু হরচন্দ্র দত্ত, বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

প্রস্তাব পাঠ করেন। বোধ হয় Literary Chronicleএ প্রকাশিত সন্দর্ভটী ঈষৎ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াই এই প্রস্তাবটী রচিত হইয়াছিল। প্রস্তাবটী পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে এই সভায় তিনি The Women of Bengal (বঙ্গনারী) সম্বন্ধে একটী প্রস্তাব পাঠ করেন। ইহাও পরে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের তদানীন্তন সেক্রেটারী মিষ্টার (পরে স্যর) সিসিস বীডন এই বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া এতদূর প্রীত হন যে বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে একটী উচ্চবেতনের পদ শূন্য হইলে কৈলাসচন্দ্রকে সেই পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র প্রায় আটবৎসরকাল বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েটে কার্য্য করেন।

কৈলাসচন্দ্র এতদ্দেশীয় স্ত্রীজাতির উন্নতির জন্য সর্ব্বদাই চেষ্টিত ছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি প্রাণপণ চেষ্টা পাইতেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই আগষ্ট দিবসে বেথুন সভায় কৈলাসচন্দ্র "On the Education of Hindu Females—how best achieved under the present circumstances of Hindu Society"—অর্থাৎ "হিন্দুসমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রকৃষ্ট উপায়" সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ প্রস্তাব পাঠ করেন। এই

বক্তৃতায় তিনি অবান্তর কথা না বলিয়া কিরূপে তৎকালীন সমাজের প্রতিকূল অবস্থায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তৃত হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটি এরূপ সারগর্ভ ও প্রয়োজনীয় কথায় পরিপূর্ণ ছিল যে সভা নিজব্যয়ে বক্তৃতাটি মুদ্রিত করিয়া উহার প্রচার করেন। বক্তৃতাটির উপসংহারাংশে এরূপ ওজস্বিনী ভাষায় দেশবাসীকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছেন যে উহা পাঠকালে মনে হয় বক্তার উচ্চ হৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ হইতে বাক্যগুলি নিঃসৃত হইতেছে। এইরূপ শব্দচয়ন-নৈপুণ্য ও আবেগময়ী ভাষা তাঁহার সতীর্থ ও সহকর্ম্মী গিরিশচন্দ্র ঘোষ ব্যতীত আর কোনও বাঙ্গালী লেখকের রচনায় দৃষ্ট হয় না। প্রস্তাবটি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসে "হিন্দু পেট্রিয়টে' গিরিশচন্দ্র এই প্রস্তাবটির যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করিয়াছিলেন মৎসম্পাদিত 'Selections from the Writings of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee* নামক গ্রন্থের ২২৩-২২৬ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। কৌতূহলী পাঠকগণ এই সমালোচনাটি পাঠ করিলে কৈলাসচন্দ্রের প্রস্তাবটীর সম্বন্ধে অনেক কথা জ্ঞাত হইতে পারিবেন।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শিক্ষার বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ হেনরী উড্রো সাহেবের মৃত্যু হইলে কৈলাসচন্দ্র তাঁহার সম্বন্ধে বেথুন সভায় যাহা বলিয়াছিলেন, "Laurie's Distinguished Anglo-Indians' নামক সুবিখ্যাত গ্রন্থে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।

বেথুন সভার সম্পাদক। ডাক্তার মৌয়েট, মিষ্টার হজ্‌সন্ প্র্যাট্, কর্ণেল গুড্‌উইন, ডাক্তার বেড্‌ফোর্ড, মিষ্টার জেম্‌স্ হিউম্ প্রভৃতি মনস্বিগণ যথাক্রমে এই সভার সভাপতির পদ গ্রহণ করেন। ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দের ৯ই জুন দিবসে ডাক্তার আলেক্‌জাণ্ডার ডফ্ এই সভার সভাপতি পদে বৃত হন। ডাক্তার ডফের সভাপতিত্বে এই সভার যথেষ্ট উন্নতি হয়। সভার প্রায় প্রারম্ভ হইতে * প্রেসিডেন্সি কলেজের বাঙ্গালা সাহিত্যের অধ্যাপক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। ইনি অত্যন্ত উপযুক্ত ব্যক্তিছিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চমাসে তিনি অসুস্থতা নিবন্ধন সম্পাদকের পদ

---

* সর্ব্বপ্রথমে প্যারীচাঁদ মিত্র এই সভার সম্পাদক নিযুক্ত হন, কিন্তু তিনি অধিককাল এই কার্য্য করেন নাই।

ত্যাগ করেন। কৈলাসচন্দ্রের ভগ্নীর† সহিত রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র উমেশচন্দ্র মিত্রের বিবাহ হয়। কৈলাসচন্দ্রের বিদ্যাবুদ্ধি ও সরল স্বভাবের জন্য রামচন্দ্র তাঁহাকে পুত্রাধিক ভালবাসিতেন। তিনি অবসর গ্রহণ-কালে কৈলাসচন্দ্রকেই বেথুন সভার সম্পাদক পদের উপযুক্ত ভাবিয়া ডাক্তার ডফ্‌কে তাঁহার বিষয়ে বলেন। ফ্রিচার্চ্চ ইন্‌ষ্টিটিউসনে তর্ক-বিতর্কের সময় হইতেই ডাক্তার ডফ্‌ কৈলাসচন্দ্রকে চিনিতেন এবং তাঁহার প্রতিভায় বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি কৈলাসচন্দ্রকে

---

† ইনি সাতিশয় বুদ্ধিমতী ও শিক্ষিতা রমণী ছিলেন। বাল্য-কালে উপস্থিত কবিত্বরচনাশক্তির দ্বারা ইনি অনেকের বিস্ময় উৎপাদন করিতেন। কথিত আছে একবার কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ইঁহাকে "ভায়ের সহিত দেখা বৎসরের পরে" এই কবিতার পাদ-পূরণ করিতে বলেন। বালিকা তৎক্ষণাৎ উত্তর দেন, "ঘটা করে দিব কোঁটা অতি সমাদরে।" এই পূজনীয়া মহিলার নিকট হইতে বর্ত্তমান প্রবন্ধলেখক অনেক সাহায্য পাইয়াছেন এবং আরও অনেক প্রয়োজনীয় উপকরণ পাইবার আশা করিয়া-ছিলেন। নিতান্ত আক্ষেপের বিষয় এই যে, এই প্রবন্ধ মুদ্রিত হইবার সময়ে অকস্মাৎ তিনি ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

রামচন্দ্র মিত্র

সম্পাদক পদে নিযুক্ত করেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যু পর্য্যন্ত প্রায় অষ্টাদশবর্ষ কাল এই সভার অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার সম্পাদকত্বকালে এই সভা প্রতিষ্ঠার সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। সম্পাদকের কার্য্য অতিশয় দায়িত্বপূর্ণ। কৈলাসচন্দ্র কেবল দেশহিতের জন্য তাঁহার অধিকাংশ সময় নীরবে এই সভার উন্নতিকল্পে বিনিয়োগ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে অসামান্য পরিশ্রম করিতে হইত, তিনি অম্লান বদনে সকল কার্য্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত করিতেন। বেথুন সভার সকল সভাপতিই মুক্তকণ্ঠে কৈলাসচন্দ্রের কার্য্যের সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। এরূপ প্রতিষ্ঠান মাত্রেরই প্রতিপত্তি সম্পাদকের কৃতিত্বের উপর নির্ভর করে। বেথুন সভার প্রতিষ্ঠা কৈলাসচন্দ্রের অসামান্য কৃতিত্বের পরিচায়ক। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে বেথুন সভার সুযোগ্য ও সুধী সম্পাদকের নাম শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেরই সুপরিচিত ও সম্মানার্হ ছিলেন। আমাদের দেশের সামাজিক ইতিহাসের অভাবে আজি তাঁহার নাম বিস্মৃতির অতল গর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছে।

রাজকর্ম্মে উন্নতি। ১৮৬০-১ খ্রীষ্টাব্দে শাসনকার্য্যে ব্যয়সঙ্কোচের উপায় প্রভৃতি বিষয়ে অনুসন্ধান

করিবার জন্য Civil Finance Commission নামক অনুসন্ধান-সমিতি নিযুক্ত হয়। মিষ্টার (পরে স্যর রিচার্ড টেম্পল্ এই সমিতির সভাপতি ছিলেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে ডাক্তার ডফ্ কৈলাসচন্দ্রকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন। ডাক্তার ডফ্ স্যর রিচার্ড টেম্পলের সহিত কৈলাসচন্দ্রের পরিচয় করাইয়া দিলে স্যর রিচার্ড কৈলাসচন্দ্রের ক্ষমতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে Finance commission অফিসের প্রধান সহকারী নিযুক্ত করেন। কমিশনে কৈলাস-চন্দ্র অতিশয় যোগ্যতার সহিত সকল কার্য্য সম্পাদিত করেন এবং স্যর রিচার্ড টেম্পল্ তাঁহার কার্য্যের অতি উচ্চ প্রশংসা করেন। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষের তৎকালীন রাজস্ব-সচিব মাননীয় মিঃ লেঙের প্রস্তাবানুসারে রাজস্ববিভাগে চারিটি উচ্চ পদের সৃষ্টি হইলে স্যর রিচার্ডের প্রশংসাবাক্য স্মরণ করিয়া গবর্ণমেণ্ট কৈলাসচন্দ্রকে উহার একটী পদ প্রদান করেন। তিনি শেষ অবধি এই পদ অলঙ্কৃত করিয়া ছিলেন এবং কিছুকাল কণ্ট্রোলার জেনারেলের সহকারী এবং অবশেষে মণি-অর্ডার অফিসের অধ্যক্ষের (সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। স্যর রিচার্ড টেম্পল তাঁহাকে এত স্নেহ করিতেন যে শুনা যায় যে তিনি তাঁহাকে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের অন্যতম সেক্রেটারীর পদের জন্য মনোনীত

করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ সেই পদে বসিবার পূর্ব্বেই কৈলাসচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

সাময়িক সাহিত্য ও সংবাদ পত্রাদি। কৈলাসচন্দ্র দায়িত্বপূর্ণ রাজকর্ম্ম এবং বেথুন সভার সম্পাদকের পরিশ্রমসাধ্য কার্য্য সম্পাদিত করিয়াই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। সাহিত্য-সেবা ও দেশ-সেবাই তাঁহার জীবনের সর্ব্বোচ্চ লক্ষ্য ছিল। কৈলাসচন্দ্র-সম্পাদিত 'লিটারারী ক্রনিক্‌লে'র কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তদীয় মধ্যমাগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ "বেঙ্গল রেকর্ড'র' নামক একখানি সংবাদপত্র প্রবর্ত্তিত করেন। সম্পাদকদ্বয় তরুণ বয়স্ক হইলেও তাঁহাদের প্রস্তাবাদি এরূপ সুচিন্তিত ও সারগর্ভ হইত যে 'ফ্রেণ্ড্ অব্ ইণ্ডিয়া'-সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ মিষ্টার ম্যার্শম্যান এই প্রস্তাবাদির উচ্চ প্রশংসা করিতেন। কলিকাতার তদানীন্তন কলেক্টর মিঃ আর্থার গ্রোট এই সকল রচনা পাঠ করিয়া এতদূর প্রীত হন যে তিনি ডেপুটী কলেক্টর ৺শিবচন্দ্র দেব * মহাশয়ের নিকট ইঁহাদের পরিচয়

---

* ইনি অতি সাধু ও ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইঁহার বাসস্থান কোন্নগরে ব্রাহ্মসমাজ, বালক ও বালিকা বিদ্যালয়, পাঠাগার, চিকিৎসালয়, ডাকঘর, প্রভৃতির প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ইনি সাধারণ ব্রাহ্ম-

শ্রীনাথ ঘোষ

লন এবং শ্রীনাথের অন্য কোনও চাকুরী নাই শুনিয়া তাঁহাকে একটি কর্ম্ম প্রদান করেন। শ্রীনাথ পরে ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট এবং শেষে কলিকাতা মিউনিসিপ্যালিটির ভাইস্‌চেয়ারম্যানের পদ অলঙ্কৃত করেন। কৈলাসচন্দ্র "বেঙ্গল রেকর্ডারে" মধ্যে মধ্যে মনোহর প্রস্তাবাদি লিখিতেন। তিনি Morning Chronicle, Citizen, Phœnix প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সংবাদ-পত্রে নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। কিশোরীচাঁদ মিত্র সম্পাদিত Indian Field পত্রে এবং হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়

সমাজের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং উহার প্রথম সম্পাদক ও দ্বিতীয় সভাপতি ছিলেন। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় তৎপ্রণীত "রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ" নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে এই মহাত্মার সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। মদীয় পরম পূজ্যপাদ জ্যেষ্ঠতাত ৺অবিনাশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় "নরদেব শিবচন্দ্র দেব ও তৎসহধর্ম্মিণীর আদর্শ জীবনালেখ্য" নামক গ্রন্থে ইঁহার বিস্তৃততর জীবন-কথা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত 'শিশুপালন' নামক গ্রন্থ এই শ্রেণীর প্রথম গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। ইঁহার সম্বন্ধে অমর কবি দীনবন্ধু লিখিয়াছেন :—

"কায়স্থ নিবাস কোন্‌নগর বিশাল,
স্থিত যথা শিবচন্দ্র পুণ্যের প্রবাল,
শিশু পালনের পিতা প্রশান্ত স্বভাব,
সুশিক্ষিতা হয় মেয়ে ভারতীর ভাব।"

শিবচন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যার সহিত গিরিশচন্দ্রের বিবাহ হয়, সেই সূত্রে শিবচন্দ্র শ্রীনাথকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র

ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত Hindoo Patriot পত্রেও তিনি মধ্যে মধ্যে দেশোন্নতি বিষয়ক প্রবন্ধাদি লিখিতেন। হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর গিরিশচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্র Hindoo Patriot এর সম্পাদনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা কোনও কারণে সম্পাদকত্ব ত্যাগ করিলে স্বত্বাধিকারী কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের পরামর্শে কৈলাসচন্দ্র বসু, নবীনকৃষ্ণ বসু ও কৃষ্ণদাস পাল এই তিনজন সুলেখকের হস্তে উহার সম্পাদনভার অর্পণ করেন। কৃষ্ণদাস পালের সম্পাদকত্বকালেও কৈলাসচন্দ্র নিয়মিতরূপে Hindoo Patriotএ লিখিতেন। ১৮৬২ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে দিবসে দরিদ্রপ্রজাপক্ষ সমর্থন করিবার জন্য গিরিশচন্দ্র 'বেঙ্গলী' পত্রের প্রবর্ত্তন করেন। কৈলাসচন্দ্র গিরিশচন্দ্রের 'বেঙ্গলী'তেও মধ্যে মধ্যে লিখিতেন এবং গিরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে 'বেঙ্গলী'তে রীতিমত লিখিতেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখের 'বেঙ্গলী'তে গিরিশচন্দ্রের জীবনকথা-সম্বলিত মৃত্যু-বিষয়ক যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাহা কৈলাস-চন্দ্রের রচনা। মৎপ্রকাশিত 'Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the *Hindoo Patriot* and the *Bengalee*' নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে উহা পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

কালীপ্রসন্ন সিংহ

IMPERIAL LIBRARY

যেখানে জনহিতকর সভা সমিতির অধিবেশন হইত, সেইখানেই কৈলাসচন্দ্র উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত যোগদান করিতেন। সহপাঠী গিরিশচন্দ্র কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বেলুড় স্কুল এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ছাত্রগণকে পারিতোষিক বিতরণোপলক্ষে তিনি প্রায়ই নিমন্ত্রিত হইতেন এবং শিক্ষার উপকারিতা প্রভৃতি বিষয়ে ওজস্বিনী বক্তৃতা করিয়া ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

উত্তরপাড়া হিতকরী সভা ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে উত্তরপাড়ার স্বনামধন্য জমীদার বিজয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রাণপণ চেষ্টায় উত্তরপাড়া হিতকরী সভার প্রতিষ্ঠা হয়। "দরিদ্রদিগকে শিক্ষা দান, অভাবগ্রস্তদিগকে সাহায্য প্রদান, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান, রোগীকে ঔষধদান, দরিদ্র বিধবা ও অনাথদিগকে সাহায্যদান" প্রভৃতি জনহিতকর অনুষ্ঠান এই সভার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ছিল। এই সভা এককালে নীরবে যে সকল মহৎকার্য্য সংসাধিত করিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিলে হৃদয় আনন্দে অভিভূত হয়। বিখ্যাত ঐতিহাসিক কর্ণেল ম্যালিসন, আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন, 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ, 'ইণ্ডিয়ান ফীল্ড' সম্পাদক কিশোরীচাঁদ মিত্র, মনীষী কৈলাসচন্দ্র বসু প্রভৃতি

প্রসিদ্ধ জননায়কগণ এই সভায় বাৎসরিক অধিবেশনাদিতে উপস্থিত থাকিয়া ও বক্তৃতাদি করিয়া সভার উৎসাহবর্দ্ধন করিতেন। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ২৯ শে এপ্রিল দিবসে এই সভার এক বার্ষিক অধিবেশনে কৈলাসচন্দ্র Claims of the Poor বা 'দরিদ্রের দাবী' শীর্ষক একটি মনোজ্ঞ প্রবন্ধ পাঠ করেন। উহাতে এই সভাদ্বারা অনুষ্ঠিত কার্য্যের উপকারিতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি দেশের লক্ষপতিদিগকে এই প্রতিষ্ঠানের পোষকতা করিতে আহ্বান করেন। দরিদ্র দেশবাসীকে শিক্ষাপ্রদানের আবশ্যকতা প্রদর্শিত করিয়া তিনি বলেন যে, শিক্ষার অভাবই আমাদের দেশের দুরবস্থার প্রধান কারণ, দরিদ্র প্রজাদিগের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিলে যে জমীদারই লাভবান হইবেন তাহাও তিনি স্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। তাঁহার সমগ্র বক্তৃতাটি উচ্চ নৈতিকভাবে পরিপূর্ণ, দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি তাঁহার প্রতি বাক্যে পরিস্ফুট। এই বক্তৃতার উপসংহারে তিনি দেশের ধনী সন্তানগণকে অন্ধ খঞ্জ, বধির, প্রভৃতি দুর্ভাগ্যগ্রস্ত দরিদ্রের ক্লেশনিবারণের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা পাইতে অনুরোধ করেন।

বক্তৃতার সময় সভাস্থলে প্রসিদ্ধ বাগ্মী কেশবচন্দ্র সেন ও গিরিশচন্দ্র ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারাও ওজস্বিনী

বক্তৃতায় কৈলাসচন্দ্রের মতের সমর্থন করিয়া তাঁহার বক্তৃতার যথেষ্ট সুখ্যাতি করিয়াছিলেন। বক্তৃতাটী পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইলে সংবাদপত্রাদিতে উহা উচ্চপ্রশংসা প্রাপ্ত হইয়াছিল। 'কলিকাতা রিভিউ'এর তৎকালীন সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ কর্ণেল ম্যালিসন উহার সুদীর্ঘ সমালোচনায় কৈলাসচন্দ্রের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। আমরা কর্ণেল ম্যালিসনের সমালোচনার কিয়দংশ এস্থলে উদ্ধৃত করিতেছি :—

'The author of this address is, if we mistake not, the able and indefatigable Secretary of the Bethune Society. To see him come forward in the noblest of all causes.—the cause of the poor,—is calculated to make those hope, who had begun to despair of the effect of education upon the natives of this great country,—for it is a striking proof of one, at least, of the tendencies which that education produces on the gentle nature of the Hindoo who may submit himself to its influence.

* * * *

কর্ণেল জি, বি, ম্যালিসন

LIBRARY

We have ourselves read the lecture with the greatest pleasure. *It is admirable in style, and excellent in its moral tone.* Baboo Koylas has set an example which, we believe, his countrymen will imitate, and has made an appeal to which, we fervently hope, they may respond."

রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিসভা। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে ১৯ শে এপ্রিল দিবসে শ্রীবৃন্দাবন ধামে হিন্দুসমাজের অন্যতম নেতা, বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী রাজা স্যর রাধাকান্ত দেব বাহাদুর, কে, সি, এস, আই, দেহত্যাগ করেন। ইহাতে দেশে জাতিসাধারণ শোক উপস্থিত হয়। দেশের সর্ব্বপ্রধান রাজনীতিক সভা ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনের আহ্বানে ঐ বৎসর ১৪ই মে দিবসে এই স্বর্গগত মহাত্মার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ এক বিরাট স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। মনীষী প্রসন্নকুমার ঠাকুর, সি-এস-আই, মহোদয় এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর, বাবু (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র, মিষ্টার জন ব্রুকেন,

রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব বাহাদুর

কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, মিষ্টার মর্টিউ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু, রেভারেণ্ড মিষ্টার ডল্, রেভারেণ্ড মিষ্টার লঙ্, বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ, বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, অধ্যাপক লব্ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল বাহাদুর প্রস্তাব করেন যে রাজা স্যর রাধাকান্তের স্মরণার্থে তাঁহার একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি কোনও প্রকাশ্য স্থলে প্রতিষ্ঠিত হউক। দরিদ্রের বন্ধু কৈলাসচন্দ্র এই প্রস্তাবের পরিবর্ত্তে প্রস্তাব করেন যে, দরিদ্র বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকাদের জন্য একটি সাহায্য ভাণ্ডার প্রতিষ্ঠিত করিয়া দয়ার সাগর রাধাকান্তের স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করা হউক। আমরা পাঠকগণের অবগতির জন্য নিম্নে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার মর্ম্মানুবাদ প্রদান করিতেছি :—

"সভাপতি মহাশয়,—এই মাত্র যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত ও সমর্থিত হইল, তদ্বিষয়ে সভার সম্মতি গ্রহণের পূর্ব্বে আমি কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য আপনার প্রশ্রয় ভিক্ষা করিতেছি ও এই বিষয়ে কয়েকটি মন্তব্য প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। মহাশয়, স্বর্গীয় রাজা স্যর রাধাকান্ত দেবের স্মৃতিপূজার জন্য আহূত এই সভা, আমার মতে একটি গভীর অর্থ বহন করিতেছে তদ্বিষয়ে কোনও ভুল নাই। সকল বিষয়েই রাজা দেশীয় সমাজের নেতা ও শীর্ষস্থানীয় ছিলেন। যদিও তাঁহার মর্ত্ত্যজীবনের শেষ দিনগুলি তিনি আত্মীয়,

স্বজন ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া সুদূর বৃন্দাবনের ছায়াস্নিগ্ধ পুষ্প-সুরভিত কুঞ্জমধ্যে ভগবচ্চিন্তায় অতিবাহিত করিতেছিলেন, তথাপি তাঁহার অবস্থিতিতে যেরূপ, তাঁহার অনুপস্থিতিতেও সেইরূপ, তাঁহার নৈতিক প্রভাব আমাদের উপর অলক্ষ্যে সঞ্চারিত হইতেছিল। সমধর্ম্মী হউন বা বিধর্ম্মী হউন, উদারনীতিক হউন বা রক্ষণশীল হউন, সকলেই তাঁহাকে সমভাবে সম্মান করিতেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে, কোনও পরিবার বা জাতির বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে রুচি, মত বা ধর্ম্মবিশ্বাসের বৈষম্য থাকিলেও যথার্থ মহত্ত্ব সেই বৈষম্য সত্ত্বেও সেই পরিবার বা জাতির উপর তাহার মঙ্গলময় প্রভাব বিস্তারিত করিতে পারে। আমাদের সমাজের নব্য সংস্কারকগণ, যাঁহারা আমাদের সামাজিক আচারাদির সহিত অচ্ছেদ্যভাবে বিজড়িত অসংখ্য সামাজিক দোষগুলি দূর করিবার জন্য প্রশংসনীয় উদ্যমের সহিত প্রয়াস পাইতেছেন—এমন কি রাজবিধি দ্বারাও বহুবিবাহ নিবারণের চেষ্টা পাইতেছেন, যাঁহারা মুমূর্ষু পিতামাতাকে 'অন্তর্জলী' করিতে দিতে অসম্মত এবং শবদাহের পরিবর্ত্তে সমাধির পক্ষপাতী—সেই সকল নব্য সংস্কারক-গণের রুচি, অভিমত ও ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত রাজা রাধাকান্ত দেবের রুচি, মত, ও ধর্ম্মবিশ্বাসের একতা ছিল না। তথাপি, মহাশয় যদি আমি ভুল বুঝিয়া না থাকি, তবে যাঁহারা বিধবা-বিবাহ এবং অন্যান্য সমাজসংস্কারের পক্ষপাতী, রাজা রাধাকান্ত আন্তরিক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া যাঁহাদের মত ও কার্য্যের চিরবিরোধী ছিলেন, তাঁহারাই এই সভার প্রধান উদ্যোগী। সুতরাং আমরা যে সকলে একভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার জন্য শোকপ্রকাশ করিতে এই স্থলে

সমবেত হইয়াছি, ইহা কি একটি গভীরতম তাৎপর্য্যের সূচনা করিতেছে না? যখন কোনও ভিন্নমতাবলম্বী সংস্কারক আন্তরিকতার সহিত রক্ষণশীল বিরুদ্ধবাদীর পূজা করে তখন ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সকল প্রতিবিধায়িনী শক্তির অস্তিত্বসত্ত্বেও মনুষ্য সকল ধর্ম্ম ও সামাজিক মতদ্বৈধ অতিক্রম করিয়া সর্ব্বত্র তাহার প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে।

মহাশয়, আমরা স্বর্গীয় মহাত্মাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতাম, কেবল তিনি সদ্বিদ্বান ছিলেন বলিয়া নহে, কিম্বা তিনি শব্দকল্পদ্রুমের সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া নহে, তিনি ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে, কিম্বা তিনি সাধু ও মিষ্টভাষী ছিলেন বলিয়া নহে, কিন্তু তাঁহাতে হৃদয় ও মনের সেই সকল মহৎগুণের অধিষ্ঠান ছিল, যে সকল গুণ যে কোনও সময়ে যে কোনও জাতীয় ব্যক্তিকে মহত্ত্ব প্রদান করিতে পারে। যদি এ দেশের কোনও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্বন্ধে বলিতে পারা যায় যে তাঁহার স্বভাব রাজার ন্যায় উদার, যে তাঁহার প্রসন্ন আনন করুণার স্নিগ্ধ জ্যোতিঃতে সতত উদ্ভাসিত, যে তাঁহার হৃদয় দেশপ্রেমে আলোকিত ছিল—তবে সে কথা ন্যায় ও সত্যের সহিত এই প্রবীণ ও ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুর প্রতিই প্রয়োগ করা যাইতে পারিত—যিনি সম্প্রতি দেহত্যাগ করিয়াছেন, যাঁহার চিতাভস্ম পুণ্যসলিলা ভাগীরথী এখনও বহন করিতেছে এবং যাঁহার আত্মা চিরশান্তিময় রাজ্যে প্রয়াণ করিয়াছে। এরূপ ব্যক্তির স্মৃতির উদ্দেশে প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত করিলে চলিবে না। কয়েক বৎসরের মধ্যেই উহার চিহ্ন লোকে বিস্মৃত হইবে এবং অনাদৃত অবস্থায় উহা কোথাও পড়িয়া থাকিবে। তাঁহার দেশবাসী

ও বন্ধুবান্ধবের মধ্যে তিনি যে অনন্যসাধারণ গুণের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন তাঁহার সেই গুণ স্মরণ করাইয়া দেয় ইহাই বাঞ্ছনীয়। বলা বাহুল্য, দানশীলতার জন্যই তিনি সমধিক বিখ্যাত ছিলেন এবং তাঁহার স্মৃতিরক্ষার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইবে, তাহা কোনও সৎকার্য্যে দানের জন্য ব্যয় করা উচিত। যে প্রস্তাবটি উপস্থাপিত হইয়াছে উহার পরিবর্ত্তে আমি এই প্রস্তাব করিতেছি যে দরিদ্র হিন্দুবিধবা ও অনাথদিগকে অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়া তাঁহার স্মৃতি সমুজ্জ্বল রাখা হউক।"

রাজা রাধাকান্তের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনার্থ অর্থসংগ্রহের জন্য যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি সংগঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন।

বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পুণ্যস্মৃতি কুমারী মেরী কার্পেণ্টার ভারতবর্ষে আগমন করেন। কলিকাতায় আসিলে একদিন প্রসঙ্গক্রমে রেভা-রেণ্ড জেম্‌স্ লঙ্ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন যে, ইংলণ্ডে যেরূপ একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা আছে, এদেশে সেইরূপ একটী সভা প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব কি না? মেরী কার্পেণ্টার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ ইংরাজ এবং কেশবচন্দ্র সেন, প্যারীচাঁদ মিত্র ও কিশোরীচাঁদ মিত্র প্রভৃতি কয়েকজন বাঙ্গালী জননায়কের সহিত পরামর্শ করিয়া ১৭ই ডিসেম্বর

দিবসে এসিয়াটিক সোসাইটীর গৃহে একটি প্রকাশ্য সভা আহ্বান করেন। মহামান্য গবর্ণর জেনারেল, লেফটেনাণ্ট গবর্ণর এবং বহু সম্ভ্রান্ত য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত হন। মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার ওজস্বিনী বক্তৃতায় এদেশে একটি সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠার আবশ্যকতা বুঝাইয়া দেন। তাঁহার প্রস্তাবানুসারে ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভেই বঙ্গীয় সমাজ-বিজ্ঞান সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। "জন-সাধারণের সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক অবস্থার তথ্য সংগ্রহ বিষয়ে য়ুরোপীয় ও দেশীয়দিগকে সম্মিলিত করিয়া বঙ্গদেশে সামাজিক উন্নতির সহায়তা করা ইহার উদ্দেশ্য ছিল।" প্রথম বৎসর মাননীয় মিষ্টার জাষ্টিস্ ফিয়ার (পরে স্যর জন্ বড্ ফিয়ার) এই সভার সভাপতি এবং মাননীয় মিষ্টার জাষ্টিস্ নরম্যান ও বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র এই সভার সহকারী সভাপতি নির্ব্বাচিত হন। মিষ্টার বিভার্লি ও বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র উহার সম্পাদক হন। কৈলাসচন্দ্র এই সভার প্রতিষ্ঠাকাল হইতে উহার একজন উৎসাহশীল সভ্য ছিলেন। এই সভা চারিটি শাখায় বিভক্ত হইয়াছিল ; ব্যবস্থাশাস্ত্র, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, এবং অর্থনীতি ও বাণিজ্য। কৈলাসচন্দ্র স্বাস্থ্যশাখার অন্যতম প্রধান সভ্য হইলেও অন্যান্য শাখার প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল। ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে

মেরী কার্পেন্টার

জুলাই দিবসে তিনি শেষোক্ত শাখায় 'হিন্দুদিগের পারিবারিক ব্যবস্থা' (Domestic Economy of the Hindus) শীর্ষক একটি প্রস্তাব পাঠ করেন। উহাতে তিনি মনু প্রভৃতি স্মৃতিকারগণের গ্রন্থাদি হইতে শ্লোকাদি উদ্ধৃত করিয়া হিন্দু পরিবারের বিভিন্ন ব্যক্তিগণের পারস্পরিক সম্বন্ধ বিচার করেন, এবং বর্ত্তমান আচার ব্যবহারাদির দোষে আমাদের কিরূপ অনিষ্ট হইতেছে বা হইতে পারে তাহা প্রদর্শিত করেন। সন্তানদিগের প্রতি মাতাপিতার অত্যধিক স্নেহ এবং তাঁহাদের বিলাসিতায় প্রশ্রয় দান, স্বাধীনতা সম্পূর্ণ-রূপে বিসর্জ্জন দিয়া বিবেক-বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াও হিন্দুসন্তান-গণ কর্ত্তৃক ভ্রান্ত মাতাপিতার আদেশ অনুপালন, একান্নবর্ত্তী পরিবারে বাস করিয়া ভ্রাতায় ভ্রাতায় কলহ, বিবাহ শ্রাদ্ধ প্রভৃতি ক্রিয়ায় আয়ের অনুপাতে অত্যধিক ব্যয় প্রভৃতি দোষে কিরূপে আমাদের সমাজ অবনতিগ্রস্ত হইতেছে তাহা তিনি সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শন করেন। পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত স্ত্রীলোকগণ নৃত্যগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যা শিখিতেন। মহাভারতে উল্লেখ আছে যে বিরাট রাজান্তঃপুরে অর্জ্জুন নৃত্যগীতাদিতে শিক্ষা দিতেন কিন্তু এক্ষণে হিন্দু পরিবারে এই সকল নির্দ্দোষ কলাবিদ্যাশিক্ষা দোষাবহ বলিয়া পরিগণিত হয়, এই জন্য তিনি দুঃখ প্রকাশ করেন এবং পুনরায় হিন্দু স্ত্রীলোকগণকে

এই সকল বিদ্যায় শিক্ষাপ্রদানের ব্যবস্থা করিতে সকলকে অনুরোধ করেন। কুমারী মেরী কার্পেণ্টার তাঁহার Six months in India নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতার এই অংশ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার প্রস্তাবের সমর্থন করিয়াছেন।

রামগোপাল ঘোষের জীবনী। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ সুপণ্ডিত ও সুলেখক মিষ্টার এস্, লব্, ছাত্রগণের তথা স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মানসিক উন্নতি বিধানকল্পে মধ্যে মধ্যে তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় বন্ধুগণকে কলেজগৃহে নীতিগর্ভ উপদেশ ও বক্তৃতাদি প্রদানের জন্য নিমন্ত্রণ করিতেন। তাঁহারই আমন্ত্রণে একবার 'বেঙ্গলী' সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ হুগলী কলেজে বাঙ্গালী ক্রোরপতি রামদুলাল দের জীবনকথা বিবৃত করেন। অধ্যাপক লব্ কৈলাসচন্দ্রকেও একটি বক্তৃতা করিতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ২৬শে জানুয়ারী দিবসে শিক্ষিত বাঙ্গালীর সর্ব্বপ্রধান নেতা,'ভারতবর্ষের ডিমস্থিনিস্','স্বদেশরক্ষার ভীষ্ম' রামগোপাল ঘোষ নামশেষ হন। রামগোপালের জীবনীতে শিক্ষণীয় অনেক কথা আছে এইজন্য কৈলাসচন্দ্র রামগোপাল ঘোষের জীবনকাহিনী বিবৃত করিবার অভিপ্রায় ব্যক্ত

করেন। দেশীয়দিগের অকৃত্রিম বন্ধু লব্‌ ইহাতে অত্যন্ত প্রীত হন এবং কৈলাসচন্দ্রকে লিখেন :—

"I for one, am surfeited with Socrates, Milton, Bacon and such like stock subjects. It will be refreshing to hear the life and labors of one who is not a household word among us Europeans, to listen to the life of a real man who has benefited his countrymen by works of practical usefulness and by leaving behind him a good example, a noble ideal, which all may try to imitate if they cannot thoroughly realise."

কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে তাঁহার চরিত-কথা রচনা করিয়া ১লা ফেব্রুয়ারি দিবসে হুগলী কলেজের গৃহে উহা বিবৃত করেন। কৈলাসচন্দ্রের অকৃত্রিম সুহৃদ গিরিশচন্দ্র এই বক্তৃতার উপসংহারাংশ লিখিয়া দিয়াছিলেন। এই বক্তৃতাটী পরে রামগোপাল ঘোষের ছায়াচিত্রের সহিত পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তৎকালীন সাময়িক পত্রাদিতে উচ্চকণ্ঠে প্রশংসিত হইয়াছিল।

রামগোপাল ঘোষ

IMPERIAL LIBRARY

পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত 'সোমপ্রকাশ'পত্রের নিম্নোদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীত হয় যে এই পুস্তকের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ কৈলাসচন্দ্র রামগোপালের স্মরণার্থ কার্য্যের আনুকূল্যে প্রদান করিয়াছিলেন :—

"আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম মৃত বাবু রামগোপাল ঘোষের বান্ধবগণ তাঁহার স্মরণার্থ কার্য্যের অনুষ্ঠানে উদাসীন নহেন। তাঁহারা সভা করিয়া কর্ত্তব্যাবধারণে উদ্যত হইয়াছেন। আর একটি উদার অনুষ্ঠান দেখিয়া আমরা অধিকতর প্রীতিলাভ করিলাম। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাসচন্দ্র বসু হুগলী কলেজে রামগোপাল বাবুর জীবনবৃত্তান্ত লইয়া এক বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাহা পুস্তকাকারে বদ্ধ হইয়া মুদ্রিত ও বিক্রীত হইতেছে। মূল্য একটাকা নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে। উহা বিক্রীত হইয়া যে অর্থ সংগৃহীত হইবে তাহা রামগোপাল বাবুর স্মরণার্থ কার্য্যের আনুকূল্যার্থ প্রদত্ত হইবে। যাঁহারা ঐ পুস্তক ক্রয় করিবেন, তাঁহাদিগের কেবল যে কৈলাসবাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া এবং রামগোপাল বাবুর জীবনচরিতগত সবিস্তার বৃত্তান্ত অবগত হইয়া কৌতূহল বিনোদিত হইবে এরূপ নয়, তাঁহাদিগের প্রদত্ত অর্থদ্বারা স্মরণার্থ কার্য্যেরও সবিশেষ আনুকূল্য হইবে। এক প্রযত্নে এই উভয়বিধ ইষ্টলাভ সামান্য সুখাবহ নহে।"

সোম প্রকাশ, ১০ই ফাল্গুন, সন ১২৭৬ সাল

রামগোপাল ঘোষের স্মৃতিসভা। এই বৎসর ২২শে ফেব্রুয়ারী দিবসে বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সভার গৃহে বাঙ্গালার দেশনায়কগণ রামগোপালের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনার্থ ও তাঁহার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য এক বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। এই সভায় বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ ঠাকুর সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ বক্তৃতাদি করেন। কৈলাসচন্দ্র এই সভাতেও একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করেন। আমরা উহার মর্ম্মানুবাদ পাঠকগণকে উপহার দিতেছি :—

"অদ্য মহোদয়গণ, অধিক দিনের কথা নহে, এখনও এক বৎসর অতীত হইয়াছে কি না সন্দেহ, আমরা এই গৃহে একজনের স্মৃতি-পূজার জন্য সমবেত হইয়াছিলাম। তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের সর্ব্ববাদিসম্মত নেতা ছিলেন। তাঁহার মহত্ত্ব, অনন্যসাধারণ অধ্যবসায়, শিশুসুলভ সরলতা, স্বভাবসিদ্ধ দয়া ও বদান্য ব্যবহার অপূর্ব্ব প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—যে প্রতিভা অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্য ও বহুদর্শী জ্ঞানে পরিণতি লাভ করিয়াছিল সেই প্রতিভার সহিত সম্মিলিত হইয়া—তাঁহার দেশবাসীর হৃদয়ের উপর তাঁহাকে এরূপ আধিপত্য প্রদান করিয়াছিল যে কি রক্ষণশীল কি উদারনীতিক, সকলেরই স্মৃতিপটে তাঁহার স্মৃতি চিরদিন সমুজ্জ্বল থাকিবে। স্বর্গীয় স্যর রাজা রাধাকান্ত একজন নিষ্ঠাবান

হিন্দু ছিলেন। তিনি অতিমাত্রায় রক্ষণশীল ছিলেন এবং আমাদের পুরোহিতগণ কর্ত্তৃক অত্যাচারিত নির্ব্বন্ধশীল এবং কুসংস্কারাপন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে আমরা যে সকল সামাজিক সংস্কার সাধিত করিতে প্রয়াস পাইতেছি তিনি তাহার অনেকগুলিরই বিরোধী ছিলেন। তথাপি স্তর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার ধর্ম্মমতের বিরুদ্ধবাদিগণের নিকট হইতে অল্প সম্মান ও পূজা প্রাপ্ত হন নাই। আমরা তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতাম কারণ তিনি হৃদয়ের ও মনের সেই সকল গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ দেশ ও কাল নির্ব্বিশেষে সকলের শ্রদ্ধা ও ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকে। আজ আমরা আর একজনের স্মৃতিপূজার জন্য সমবেত হইয়াছি যিনি সম্প্রতি আত্মীয় ও প্রতিভামুগ্ধ জনসাধারণকে শোকসাগরে নিমগ্ন করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রয়াণ করিয়াছেন। তিনি রাজা রাধাকান্তের ঠিক প্রতিরূপ ছিলেন না, কিন্তু অনেক বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন। রাজা রাধাকান্তকে যদি দেশীয় সমাজের রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের নেতা বলা যায় তবে রামগোপালকে তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে উদারনীতিক সম্প্রদায়ের ও শিক্ষিত সমাজের নেতা বলা যাইতে পারে। কেহ কেহ বলিতে পারেন যে আমাদের আজিকার কার্য্য অসঙ্গত ও উপযোগিতা-রহিত কিম্বা আমাদের কোনও পাত্রাপাত্র বিচার নাই এবং কোনও রূপে কেহ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেই তাঁহাদিগকে আমরা নিরবচ্ছিন্ন প্রশংসা করিয়া থাকি। কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে পর্য্যালোচনা করিবেন, তাঁহারা আমাদের কার্য্যে কোনও অসামঞ্জস্য বা অবিবেকিতার নিদর্শন দেখিতে পাইবেন না। কারণ, যে বিভিন্ন প্রকৃতির ব্যক্তিদ্বয়ের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করিতেছি, তাঁহাদের

ধর্ম্মমতে বিলক্ষণ বৈষম্য থাকিলেও তাঁহারা উভয়েই সেই সকল মহদ্‌গুণে ভূষিত ছিলেন, যে সকল গুণ মানব চরিত্রের যথার্থ অলঙ্কার বলিয়া পরিগণিত হয়—সাধুতা, অধ্যবসায়, বদান্যতা, দানশীলতা, ঈশ্বরে ভক্তি, মানবে প্রীতি, জনহিতৈষণা, পরোপকারের জন্য আত্মবিসর্জ্জনেচ্ছা। স্যর রাজা রাধাকান্ত ও বাবু রামগোপাল উভয়েই খুব অধিক মাত্রায় এই সকল গুণের অধিকারী ছিলেন। আপনাদের অনেকেই শুনিয়া আনন্দিত হইবেন যে এই দুইজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি, দুইটী বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নেতা হইয়াও ঈর্ষা বা ঘৃণার পরিবর্ত্তে পরস্পরকে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। আমি একটি ঘটনা জানি যাহাতে পরস্পরের এই শ্রদ্ধা ও ভক্তির ভাব বিশেষভাবে পরিদৃষ্ট হইয়াছিল। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে জুলাই মাসে টাউন হলে চার্টার সভায় রামগোপাল তাঁহার সর্ব্বজন-হৃদয়গ্রাহিণী অগ্নিময়ী বক্তৃতা শেষ করিয়া বক্তৃতামঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইলে, সেই সভার সভাপতি স্যর রাজা রাধাকান্ত তাঁহার আসন পরিত্যাগ করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং রামগোপালকে তাঁহার সুললিত বক্তৃতার জন্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়া প্রেমভরে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন, ঈশ্বর আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন, আপনি আপনার দেশের সেবায় আপনার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে সমর্থ হউন। আপনি আমাদের সমাজের মুখপাত্র, আপনি আমাদের জাতির অলঙ্কার স্বরূপ।' রামগোপাল নম্রভাবে নমস্কার করিয়া তাঁহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিয়া বলিলেন, 'আপনারা আমা হইতে যাহা আশা করিয়াছিলেন তাহা সুসম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা আপনার মুখে শুনিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতেছি। কিন্তু মহাশয়, আমি

যতদূর করিতে পারিব, দেশ আপনার নিকট হইতে তদপেক্ষা অধিকতর কল্যাণের আশা করে।'

পূর্ব্ববর্ত্তী বক্তারা অগ্রেই বলিয়াছিলেন যে, রামগোপাল জীবনে অসাধারণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সমৃদ্ধির ক্রোড়ে জন্ম-গ্রহণ করেন নাই, কিন্তু তিনি এতগুলি স্বভাবদত্ত গুণের অধিকারী ছিলেন যে তদ্দ্বারা তিনি তাঁহার দেশবাসীর মধ্যে সর্ব্বপ্রথম ও শ্রেষ্ঠস্থান অধিকৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনকথা মুদ্রিত হইয়াছে এবং সাধারণের নিকট সহজলভ্য হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার দেশবাসীর সামাজিক, রাজনীতিক ও শিক্ষাবিষয়ক উন্নতির জন্য বিবিধ অনুষ্ঠানে তাঁহার অদ্ভুত পরিশ্রম—যে সকল কার্য্যের জন্য তিনি চিরস্মরণীয় থাকিবেন এবং আমাদের উত্তর-পুরুষগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিবেন—সে সকলের বিষয় বিস্তারিত ভাবে বলা নিষ্প্রয়োজন।

রামগোপাল ঘোষের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা তাঁহার একজন অত্যুৎকৃষ্ট সন্তানকে হারাইলেন। অদম্য উৎসাহ, প্রশংসনীয় সাধুতা, অসীম আত্মনির্ভরতা, অবিচলিত অধ্যবসায়, অনন্যসাধারণ প্রতিভা ও উদারতম হৃদয় তাঁহার বিশেষত্ব ছিল। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ পুত্র, স্নেহশীল পিতা, আন্তরিক ও অকপট বন্ধু এবং যথার্থ স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক ব্যক্তিগণের মধ্যে বোধ হয় এমন কোনও যোগ্য ব্যক্তি নাই যিনি তাঁহার পরিত্যক্ত আসন অধিকার করিয়া উহা অলঙ্কৃত করিতে পারেন।"

ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর পরিচালক সমিতি। পূর্ব্বে বলিয়াছি, দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য কৈলাসচন্দ্রের অসীম আগ্রহ ছিল এবং বহু বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষকে তিনি সুযুক্তিপূর্ণ উপদেশাদি দিয়া এবং ছাত্রগণকে উৎসাহবাক্যাদি দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়া নীরবে শিক্ষার উন্নতি সংসাধিত করিতেন। তাঁহার শিক্ষাস্থল ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীর উন্নতির প্রতি চিরদিন তাঁহার দৃষ্টি ছিল। মধ্যে কিছু অবনতি হওয়ায় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে উন্নতির জন্য উহার পরিচালনভার একটি সমিতির উপর ন্যস্ত হয়। বেঙ্গলী-সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার মধ্যম অগ্রজ শ্রীনাথ ঘোষ, যদুলাল মল্লিক, কৈলাসচন্দ্র বসু, 'বেঙ্গলী'র ম্যানেজার বেচারাম চট্টোপাধ্যায় এবং বিখ্যাত ব্যারিষ্টার ডব্লিউ, সি, বনার্জী (উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়) এই সমিতির সদস্য নিযুক্ত হন। বলা বাহুল্য সমিতির সদস্যগণ সকলেই ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতেই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কৈলাসচন্দ্র মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই সমিতিতে থাকিয়া এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা পাইয়াছিলেন।

গিরিশচন্দ্র ঘোষের স্মৃতিসভা। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র একটি ভীষণ শোকের আঘাত প্রাপ্ত হন। এই বৎসর ২০শে সেপ্টেম্বর দিবসে তাঁহার শৈশবের বন্ধু, সতীর্থ ও সহচর, সাহিত্যসেবীর সঙ্গী, অত্যাচারীর চিরশত্রু, অত্যাচারিতের চিরসহায়, 'হিন্দুপেট্রিয়ট' ও 'বেঙ্গলী'র প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক স্বদেশ-প্রাণ গিরিশচন্দ্র ঘোষ ৪০ বৎসর বয়সে জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অকালে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। এই দারুণ দুর্ঘটনায় দেশব্যাপী শোক উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু কৈলাসচন্দ্রের হৃদয় যে কিরূপ বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল তাহা বলিবার নহে। 'বেঙ্গলী'তে তিনি গিরিশচন্দ্রের মৃত্যু বিষয়ক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। ঐ বৎসর ১৬ই নভেম্বর দিবসে বাঙ্গালার জননায়কগণ গিরিশচন্দ্রের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং তাঁহার স্মৃতি-চিহ্ন স্থাপনের জন্য একটি বিরাট স্মৃতিসভা আহ্বান করেন। শোভাবাজারের সুবিদ্বান রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর এই সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং কলিকাতার বহু সম্ভ্রান্ত ও উচ্চপদস্থ য়ুরোপীয় ও দেশীয় ব্যক্তি এই শোকসভায় যোগদান করেন। রাজা (পরে মহারাজা) স্যর নরেন্দ্রকৃষ্ণ দেব বাহাদুর, কৈলাসচন্দ্র বসু, অধ্যাপক এস্

গিরিশচন্দ্র ঘোষ

লব, মৌলবী (পরে নবাব) আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর, বাবু গোপালচন্দ্র দত্ত, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ পত্রের সম্পাদক মিষ্টার জেম্‌স্ উইলসন, বাবু চন্দ্রনাথ বসু, বাবু ঈশ্বরচন্দ্র নন্দী প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই সভায় বক্তৃতাদি করেন। এই সভায় কৈলাসচন্দ্রের বক্তৃতাটিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিল। সকল সংবাদপত্রে এই বক্তৃতাটী প্রশংসিত হইয়াছিল। আমরা এই বক্তৃতাটিরও * মর্ম্মানুবাদ নিম্নে প্রদান করিতেছি—

"রাজা কালীকৃষ্ণ এবং ভদ্র মহোদয়গণ,—

যে মহৎ বিষয়ের আলোচনার জন্য আমরা এই স্থানে সমবেত হইয়াছি তাহার গুরুত্ব বিবেচনা করিয়া, আমি সে আলোচনায় যথাযথভাবে যোগদান করিতে পারিব কি না আমার মনে এই আশঙ্কা উদিত হইতেছে। কারণ, প্রথমতঃ, যে পরলোকগত মহাত্মার সদ্‌গুণাবলী আজ আমরা কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করিতেছি তিনি আমার একজন প্রিয়তম ও স্নেহময় বন্ধু ছিলেন। শৈশবে আমাদের বন্ধুত্বের সূচনা হয় এবং তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত উহা অক্ষুণ্ণ ছিল। আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন তাঁহার বিবিধ অসাধারণ গুণগুলি

* মূল ইংরাজী বক্তৃতাটি মৎপ্রকাশিত "Life of Grish Chunder Ghose, the Founder and First Editor of the Hindoo Patriot and the Bengalee" নামক গ্রন্থের পরিশিষ্টে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

সাধারণ কর্ত্তৃক প্রকাশ্যভাবে প্রকাশিত হইতেছে ইহাতে আমার মনে সান্ত্বনার পরিবর্ত্তে শোকবেগ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, কারণ যে দুঃখময় ঘটনার বিষয় বিস্মৃত হইয়া আমি মানসিক শান্তির অন্বেষণ করিতেছি উহা সেই দুর্ঘটনার কঠোর সত্যতা আমাকে স্মরণ করাইয়া নিরন্তর শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিতেছে। কিন্তু যিনি বন্ধুদের গর্ব্বের বিষয় এবং দেশের গৌরব স্থানীয় ছিলেন তাঁহার জন্য শোক ও সহানুভূতি প্রকাশের জন্য আহূত এই বিরাট সভায় মানসিক শান্তিলাভের প্রয়াস বৃথা। এই ভীষণ ঘটনায় আমি একান্ত অভিভূত হইয়া পড়িয়াছি এবং আমার মুখ হইতে বাক্যনিঃসৃত হইবার পূর্ব্বেই আমার কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য আমাকে পালন করিতেই হইবে এবং অতি ক্ষীণ ও অসম্পূর্ণ ভাবে উহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইলেও আমি আপনাদের নিকট কয়েক মুহূর্ত্তের সময় ভিক্ষা করিতেছি। মহাশয়, এই সভায় উচ্চতম উপাধিভূষিত রাজা মহারাজা হইতে আফিসের নিম্নতম পদস্থ কেরাণী পর্য্যন্ত সমাজের সকল শ্রেণীর প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছেন ইহাতে যে নিগূঢ় ভাবের সূচনা করিতেছে তাহা হৃদয়ঙ্গম না করা অসম্ভব। ইহাতে স্পষ্ট ভাবে প্রতীয়মান হইতেছে যে পূর্ব্বের ন্যায় হিন্দুসমাজ এখন সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা, জাতীয় অভিমান, ঐশ্বর্য্যগর্ব্ব ও বংশাভিমান দ্বারা কলুষিত নহে, এক সৌভ্রাত্রবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তির প্রতি স্নেহ ও প্রীতিভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত। ইহা আনন্দের বিষয় যে আভিজাত্যগর্ব্ব আজ এতদূর হ্রাস পাইয়াছে। ইহা বর্ত্তমান সময়ের একটি আশা ও আনন্দদায়ক লক্ষণ। যে শিক্ষা দেশের

যাঁহাদের সহিত তিনি সংস্রবে আসিতেন তাঁহাদের সকলের প্রতি শিষ্ট ও অমায়িক ব্যবহার তাঁহার চরিত্রের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুণ ছিল। তাঁহার জীবনে তিনি কখনও কাহারও প্রতি অন্যায় আচরণ করেন নাই। এরূপ রূঢ় ব্যবহার তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ছিল। পক্ষান্তরে অপরিচিতকে মুহূর্ত্তের মধ্যে পরিচিত এবং পরিচিতকে মুহূর্ত্তমধ্যে বন্ধুরূপে পরিণত করিবার তাঁহার আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। পরিচিত বা অপরিচিত যে কেহ তাঁহার সম্মুখীন হইতেন তিনিই তাঁহার নিকট সাদর সম্ভাষণ প্রাপ্ত হইতেন। কিন্তু দরিদ্র ও নিরাশ্রয়ের প্রতিই তাঁহার গভীরতম সহানুভূতি ছিল এবং প্রজাপক্ষসমর্থনই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। প্রজাপক্ষসমর্থনবিষয়ে তাঁহার যথার্থ অভিপ্রায় কেহ কেহ সম্যক্ বুঝিতে পারেন নাই। কেহ কেহ এরূপ অনুমান করেন (যদিও এরূপ অনুমানের কোনও ভিত্তি নাই) যে তিনি জমিদারদিগের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন ছিলেন এবং চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এতদ্দেশীয় শাসনপ্রণালীর একটি মহা দোষ বলিয়া বিবেচনা করিতেন। এরূপ অনুমান নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কেবল গবর্ণমেণ্ট এবং জমিদারগণের মধ্যেই বর্ত্তমান বলিয়াই তিনি ইহার নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন যে যথার্থ চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত তাহাকেই বলা যায় যাহাতে প্রজা তাহাদের জমীতে চিরস্থায়ী স্বত্ব লাভ করিতে পারে। রাজবিধি জমিদারের হস্তে প্রজাপীড়ন, করবৃদ্ধি এবং প্রজাকে উচ্ছেদ করিবার ক্ষমতা প্রদান করিয়াছে এবং অনেক অশিক্ষিত, স্বার্থপর এবং উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি জমিদার সর্ব্বদা এই ক্ষমতা প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত আছেন। কিন্তু দেশের বর্ত্তমান

সর্ব্বতোমুখী উন্নতির দিনে এরূপ জমিদার অতি বিরল এবং যেমন একদিকে বাবু গিরিশচন্দ্র এইরূপ নীচাশয় জমীদারদিগকে তাঁহার শক্তিশালী লেখনীর সাহায্যে তীব্র কশাঘাত করিয়া লোকসমক্ষে তাহাদের কলঙ্ককাহিনী প্রকাশিত করিতেন অপরপক্ষে তিনি দেশের গৌরবস্থল, আদর্শ জমীদারবর্গ, যাঁহারা প্রজাগণকে নিজ পরিবারস্থ ব্যক্তির ন্যায় আদর করেন এবং পিতার ন্যায় তাহাদের উন্নতির প্রতি স্নেহশীল দৃষ্টি রাখেন, তাঁহাদের গুণকীর্ত্তন করিয়া দেশবাসীর হৃদয়ে ইঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক করিয়া দিতেন। বাবু গিরিশচন্দ্র ঘোষ স্বয়ং একজন আদর্শস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার প্রকৃতিদত্ত প্রতিভা এবং ধর্ম্মজ্ঞানের এরূপ সামঞ্জস্য ছিল যে তাঁহার কার্য্যে কোনও প্রকার অসংযম বা কপটতার চিহ্ন দেখা যাইত না। তিনি প্রখর কল্পনাশক্তির অধিকারী ছিলেন কিন্তু এই শক্তি সর্ব্বদাই বিবেক দ্বারা সংযত হওয়ায় তিনি তাঁহার শক্তিশালী লেখনী অদ্ভুত নৈপুণ্যের সহিত সঞ্চালিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি পরের দুঃখ তীব্রভাবে অনুভব করিতেন সেই জন্য তাঁহার ভাষাও অতিশয় ওজস্বিনী ছিল। কিন্তু তিনি যাহা লিখিতেন তাহাতে বিদ্বেষের লেশ থাকিত না। কোনও ব্যক্তির প্রতি বিদ্বেষ বা ঈর্ষার ভাব তাঁহার হৃদয়ে স্থান পাইত না। তিনি অত্যাচারীকে বিদ্রূপবাণবর্ষণে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই ক্ষমতা তিনি অভ্যাসদ্বারা অর্জ্জন করিয়াছিলেন,—তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল না। অসংখ্য ইংরাজী উপন্যাস ও সমসাময়িক সাহিত্য অধ্যয়নের ফলে তিনি এই শক্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার রচনাপদ্ধতিতে এমন একটী মনোহারিত্ব, লালিত্য ও ওজস্বিতা ছিল

যে অন্যান্য দেশীয় লেখকগণের ইংরাজী রচনা হইতে তাঁহার রচনা অনায়াসেই পৃথক করা যাইতে পারে। হিন্দু পেট্রিয়ট, রেকর্ডার এবং বেঙ্গলীর স্তম্ভে একবার-দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন, গিরিশবাবুর লিখিত প্রবন্ধগুলি যেন তাঁহার নামাঙ্কিত বলিয়া প্রতিভাত হইবে। সেগুলি এরূপ বিশুদ্ধ ভাষায় লিখিত যে দেশীয় কোনও লেখকের রচনা তাহার সহিত তুলনীয় হইতে পারে না। কিন্তু মৌলিকতার জন্যই তাঁহার রচনাগুলি বিশেষরূপে আদৃত হইত। তিনি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে পারিতেন এবং তাঁহার রচনাগুলি অতুলনীয় ভাবসম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের মধ্যে এখন অনেক নবীন ব্যক্তি আছেন যাঁহাদিগকে তিনি নিজ রচনাপদ্ধতিতে শিক্ষা-দান করিয়াছিলেন। ইঁহারা এক্ষণে ইঁহাদের প্রতিভাশালী গুরুর সমকক্ষ হইবার আশায় তাঁহার প্রদর্শিত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত আছেন। বাস্তবিক তিনি অনেককেই বিনা পারিশ্রমিকে শিক্ষাদান করিয়া উপকৃত করিয়াছেন। তাঁহার শেষজীবন তিনি বেলুড় নামক ক্ষুদ্র গ্রামের,—যেখানে তিনি ইদানীং বাস করিতেছিলেন,—সেই গ্রামের সর্ব্ববিধ উন্নতিকল্পে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। তাঁহার উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের ফলে বেলুড়ের বিদ্যালয় সামান্য পাঠশালা হইতে একটী প্রথম শ্রেণীর এন্‌ট্রান্স স্কুলে পরিণত হইয়াছিল। তিনি যখন হাবড়া মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনার ছিলেন তখন তাঁহারই উদ্যোগে বেলুড়ের স্বল্পপরিসর গ্রাম্যপথগুলি প্রশস্ত রাজবর্ত্মে পরিণত হইয়াছিল। যেখানে স্যর রিচার্ড টেম্পল ডাক্তার মৌয়েট প্রভৃতি মনীষিগণ সুললিত প্রবন্ধাদি পাঠ করিতেন, সেই হাওড়া ইনষ্টিটিউট তাঁহার দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

এবং তাঁহার মৃত্যুতে এই সভা একজন উপযুক্ত ও কৃতবিদ্য সভাপতি হারাইল।

অতএব যে দিক হইতে দেখি, তাঁহার মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হইল তাহা কিছুতেই পূরণ হইবার নহে। একজন সাধু, ধর্ম্মপ্রাণ, উদার দেশহিতৈষী, শান্তস্বভাব, অকপটহৃদয়, পরদুঃখ-কাতর, সৎসাহসসম্পন্ন, তীক্ষ্ণপ্রতিভাশালী, ভাবুক, সুলেখক ও স্বাধীনচেতা কর্ম্মবীর দেশ হইতে অপসৃত হইলেন। দেশের কল্যাণের জন্য দেশের সেবা করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। তাঁহার অকালমৃত্যু জাতীয় দুর্ভাগ্যের বিষয়। বর্ত্তমান মনের অবস্থায় আমার পক্ষে আর কিছু বলা অসম্ভব। ইহা বিস্ময়ের বিষয় যে একজন কবি আমার বর্ত্তমান মনের অবস্থা আমার প্রাণের ভাষায় পূর্ব্বেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

চিরপ্রিয় বন্ধু মোর! প্রীতির আধার!
নিষ্ফল এ অশ্রুবৃষ্টি চিতায় তোমার!
মৃত্যুযন্ত্রণায় যবে করিল অস্থির,
প্রাণবায়ু ঘনশ্বাসে হইল বাহির,
প্রতিশ্বাসে দীর্ঘশ্বাস ফেলিলাম কত,
কি ফল হইল তাহে? সর্ব্বআশা হত!
ক্রন্দনে যমের গতি রোধিবারে নারে।
দীর্ঘশ্বাসে মৃত্যুবাণ কে ফিরাতে পারে?
নবীন বয়স কিম্বা রূপগুণ হেরে
তিলেক শিথিল যম কভু কি গো করে?

তাহা যদি হ'ত তবে এখনো নিশ্চয়
রহিতে জুড়াতে মোর তপ্ত আঁখিদ্বয় ;
গরবে হরষে তব বন্ধুর হৃদয়
উচ্ছ্বসিত হ'ত লভি তোমার প্রণয় !
ধীর শান্ত আত্মা তব বদ্ধ মায়াপাশে,
এখনো বিলম্বে যদি চিতাভস্ম পাশে,
দেখ লেখা এ অন্তরে কি শোকের ছবি,
প্রকাশিতে নারে তাহা শিল্পী কিম্বা কবি।"

গিরিশচন্দ্রের স্মৃতিরক্ষার জন্য যে কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতি গঠিত হয়, কৈলাসচন্দ্র তাহার অন্যতম সম্পাদক হন। তাঁহার চেষ্টায় এই স্মৃতিসমিতি কর্ত্তৃক সংগৃহীত অর্থ দ্বারা গিরিশচন্দ্রের শিক্ষাস্থান ওরিয়েণ্ট্যাল সেমিনারীতে একটি ছাত্রবৃত্তি স্থাপিত হইয়াছিল।

পরলোকগমন। চরিত্র। কৈলাসচন্দ্রের স্বাস্থ্য বরাবর অটুট ছিল। তিনি দীর্ঘকাল কর্ম্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু ছুটী লন নাই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে তাঁহার শরীর ভগ্ন হইয়া পড়ে এবং তিনি তিন মাস ছুটী লইতে বাধ্য হন। এই বৎসর ১৮ই আগষ্ট দিবসে বৃদ্ধা জননী, শোককুলা সহধর্ম্মিণী ও অসংখ্য আত্মীয়

ও বন্ধুগণকে শোকসাগরে নিক্ষিপ্ত করিয়া কৈলাসচন্দ্র ৫১ বৎসর বয়সে অকালে পরলোকগমন করেন।

কৈলাসচন্দ্র দেখিতে অতি সুপুরুষ ছিলেন। তিনি অমায়িক, মিষ্টভাষী, উদারচরিত্র, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী ছিলেন। তিনি অতিশয় মাতৃভক্ত ছিলেন। কৈলাসচন্দ্রের জননীও যেরূপ বুদ্ধিমতী সেইরূপ করুণহৃদয়া রমণী ছিলেন। জননীর আদেশ কৈলাসচন্দ্রের নিকট বেদবাক্য ছিল। আমরা একটি ঘটনার কথা শুনিয়াছি তাহাতে একদিকে যেমন কৈলাসচন্দ্রের মাতৃভক্তির পরিচয়, অপর দিকে তেমনই তাঁহার জননীর উচ্চহৃদয়ের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে ঘটনাটি এই। সহকারী কণ্ট্রোলার জেনারেলের পদে উন্নীত হইবার পর একদিন কৈলাসচন্দ্রের জননী তাঁহাকে বলিলেন, "কৈলাস, এবার তুমি প্রথম যে মাইনে পাবে তাহা আমাকে দিতে হ'বে।" পরে ঐ পদের প্রথম বেতন পাইলে কৈলাসচন্দ্র গাড়ী হইতে অবতরণ না করিয়া জননীকে ডাকাইয়া বলিলেন, "মা আজ মাইনে পাইয়াছি, টাকা কিসে লইবে?"

জননী বলিলেন, "এই আঁচলে দাও।" তিনি তৎক্ষণাৎ ৮০০৲ টাকা তাঁহার আঁচলে ঢালিয়া দিলেন। বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ সেই সমস্ত টাকা পাড়ার গরীব দুঃখীদের ডাকিয়া

বিতরণ করিয়া বলিলেন, "আমার ছেলের মাহিনা বাড়িয়াছে তোমরা আশীর্ব্বাদ কর।"

তদানীন্তন প্রথানুসারে বাল্যকালেই কলিকাতা (শ্যামবাজার) নিবাসী (ছাপরার প্রসিদ্ধ উকীল) পরলোকগত যদুনাথ মিত্র মহাশয়ের ভগিনীর সহিত কৈলাসচন্দ্র পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার কোনও সন্তানাদি হয় নাই। তাঁহার সহোদর যদুনাথ বসু মহাশয়ের পুত্রদেরই তিনি পুত্রনির্ব্বিশেষে পালন করিতেন। আর একজন বালক কৈলাসচন্দ্রের বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার খুল্লতাত নন্দলাল বসুর দৌহিত্র নরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র বিপিনবিহারী এবং ভাগিনেয় নরেন্দ্রনাথ দত্ত ভবিষ্যতে যশস্বী হইবেন দূরদর্শী কৈলাসচন্দ্র এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ "বিবেকানন্দ" নাম গ্রহণ করিয়া জগতের ইতিহাসে তাঁহার উচ্চহৃদয়ের ও গভীর জ্ঞানের নিদর্শন রাখিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছেন। বিপিনবিহারী ভারতীয় গবর্ণমেণ্টের দপ্তরে কার্য্য করিতেন এবং ইংরাজীতেও কৃতবিদ্য ছিলেন কিন্তু জীবনের কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া তিনি অকালে পরলোক গমন করিয়াছেন।

কৈলাসচন্দ্র বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি অনেক

দরিদ্রসন্তানকে অন্নদান এবং বিদ্যালয়ের বেতন ও পুস্তকাদি প্রদান করিতেন। একজন দরিদ্রসন্তান তাঁহারই সাহায্যে বি-এ পাশ করিয়া, তাঁহাকে বলেন, "আমি আপনারই কৃপায় কৃতবিদ্য ও উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছি, এক্ষণে আপনার কোনও উপকার করিতে পারি?" তদুত্তরে তিনি বলেন, "তুমি নিজে যেমন কৃতবিদ্য হইয়াছ সেইরূপ চারিটি দরিদ্র সন্তান যাহাতে তোমার মত কৃতবিদ্য হয় তাহাই কর।" বলা বাহুল্য, সেই কৃতবিদ্য ব্যক্তি কোনও কলেজের অধ্যাপক হইয়া তিন চারিজন দরিদ্রসন্তানকে আপনার বাটীতে রাখিয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন। সদ্‌গুণ সর্ব্বত্রই সদ্‌গুণের উদ্রেজক।

কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে সুলেখক ও বাগ্মী বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতাগুলি মধুর ও হৃদয়-গ্রাহী বলিয়া সর্ব্বজনপ্রশংসিত হইত। সুপ্রসিদ্ধ রাজনীতি-বিশারদ, বাগ্মিশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন, "In the early years of his life, he (Koylas Chandra) acquired the deserving reputation of being one of the sweetest and most fluent public speakers of the time" কৈলাসচন্দ্র ইংরাজীতে একজন সুলেখক ও সুপণ্ডিত বলিয়া বিখ্যাত

হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্যাভিমান ছিল না।

কৈলাসচন্দ্র অকৃত্রিম স্বদেশহিতৈষী ছিলেন। স্বধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। কিন্তু স্বজাতির উন্নতির জন্য তিনি অন্ধভাবে দেশাচারের অনুসরণ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। স্ত্রীশিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি অতি প্রয়োজনীয় সামাজিক সংস্কারের তিনি একজন প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন। সংক্ষেপে তাঁহার ন্যায় ব্যক্তি সকল বিষয়ে দেশের ও সমাজের গৌরবের বিষয়। তাঁহার স্মৃতি দেশবাসীর শ্রদ্ধার সহিত পূজনীয়। আজ, তাঁহার মৃত্যুর বহু বৎসর পরে এই অক্ষম লেখনী তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশে লেখকের গভীর ও আন্তরিক শ্রদ্ধার এই সামান্য অর্ঘ্য প্রদানের অবসর পাইয়া ধন্য হইল।

রমাপ্রসাদ রায়

(মাননীয় বর্দ্ধমানাধিপতির অনুমতিক্রমে 'মহতাব মঞ্জিলে' রক্ষিত তৈলচিত্র হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ হইতে)

নীরবকর্ম্মী রমাপ্রসাদ রায়

উপক্রমণিকা। মার্ত্তণ্ডের প্রখর কিরণজালে যখন ভূমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠে, উজ্জ্বলতম নক্ষত্রও তখন আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। আমাদের জাতীয় জীবনের যে যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠাগুলি পিতা রামমোহনের সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত, সেই যুগের ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পুত্র রমাপ্রসাদের প্রতিভার আলোকরশ্মি যে ম্লানভাবে প্রতিভাত হইবে তাহা বিচিত্র নহে। নতুবা যে অসাধারণ বাঙ্গালী তীক্ষ্ণবুদ্ধি, অপূর্ব্ব-মনীষা ও অপ্রতিরুদ্ধ অধ্যবসায়ের বলে অনন্যসাধারণ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, সর্ব্বপ্রথমে দেশীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাঙ্গালীর যোগ্যতা প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন, এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণে দেশবাসীর জন্য বিচারপতির পবিত্র সিংহাসন অধিকৃত করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার জীবনকথা, তাঁহার কীর্ত্তি-কাহিনী, আজ বাঙ্গালীর নিকট বোধ হয় অনাদৃত ও উপেক্ষিত হইত না; মানব-স্বভাব-সুলভ সহস্র দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও মনীষী রমাপ্রসাদ রায়

বিগত অর্দ্ধশতাব্দীর মধ্যে বোধ হয় আমাদের সাহিত্যরথি-গণের নিকট হইতে সসম্মান পূজা ও শ্রদ্ধা-পুষ্পাঞ্জলি হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতেন না।

জন্ম। ১২২৪ বঙ্গাব্দে ১২ই শ্রাবণ (ইংরাজী ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে, রমাপ্রসাদ রায় জন্মপরিগ্রহ করেন। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্রের বংশপরিচয় প্রদান করা অনাবশ্যক। আটবৎসর বয়ঃক্রমকালে বালক রামমোহনের প্রথমা স্ত্রীর দেহান্তর ঘটে। পরবৎসর তিনি বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত কুড়মন পলাশি গ্রামে শ্রীমতী দেবী নাম্নী একটী বালিকাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহার জীবদ্দশাতেই ভবানীপুরে কৃতনিবাস ৺মদনমোহন চট্টো-পাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠা ভগিনী উমাদেবীকে বিবাহ করেন। মধ্যমা স্ত্রীর গর্ভে প্রথমে রামমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধা-প্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন এবং রাধাপ্রসাদের জন্মের প্রায় কুড়ি বৎসর পরে কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদের জন্ম হয়। উমাদেবীর কোনও সন্তানাদি হয় নাই।

জন্মস্থান। রমাপ্রসাদের জন্মস্থান সম্বন্ধে বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে। কিশোরীচাঁদ মিত্র একস্থানে লিখিয়া-ছেন যে, ক্ষীরপাই রাধানগরে রমাপ্রসাদের জন্ম হয়।

রাজা রামমোহন রায়

IMPERIAL LIBRARY

কৃষ্ণদাস পাল-সম্পাদিত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রে উহার প্রতিবাদ করিয়া একজন লেখক লিখিয়াছিলেন, খানাকুল কৃষ্ণনগরে রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু বোধ হয় রামমোহন রায়ের চরিতকার ৺নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় যাহা লিখিয়াছেন তাহাই সত্য। নগেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন —"বিধর্ম্মী" বলিয়া "রামমোহন রায় পুত্র রাধাপ্রসাদ ও পুত্রবধুর সহিত মাতা (তারিণী দেবী ওরফে ফুল ঠাকুরাণী) কর্ত্তৃক পিতৃগৃহ হইতে তাড়িত হইয়া রাধানগরের নিকটবর্ত্তী রঘুনাথপুর গ্রামে বাটী নির্ম্মাণ করেন। উক্ত বাটীতে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র রমাপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন।"

মহাপ্রাণ পিতার স্নেহময় ক্রোড়ে বালক রমাপ্রসাদের চিত্তবৃত্তি প্রথম বিকশিত হয়। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে রামমোহন ইংলণ্ডে গমন করেন এবং ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে সেপ্টেম্বর দিবসে ব্রিষ্টল নগরে দেহত্যাগ করেন। রামমোহনের ইংলণ্ডগমনকালে রমাপ্রসাদ বালক মাত্র ছিলেন, তথাপি তাঁহার স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে তাঁহার পিতার স্নেহশীল ব্যবহারের আনন্দময়ী স্মৃতি তাঁহার ভক্তিপূর্ণ হৃদয়পটে চিরদিন সমুজ্জ্বল ছিল, এবং তিনি গৌরব-বিমিশ্রিত আনন্দের সহিত তাঁহার বন্ধুবর্গের নিকট উত্তরকালে তাঁহার পিতার কথা বলিতেন।

শিক্ষা। রামমোহন রায় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত ইংরাজী বিদ্যালয়ে বালক রমাপ্রসাদ প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল এবং রামমোহনের বন্ধু সুপ্রসিদ্ধ রেভারেণ্ড উইলিয়ম আড্যাম উহার পরিদর্শক ছিলেন। ইংলণ্ড গমনকালে রামমোহন রমাপ্রসাদকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধাপ্রসাদ ও অকৃত্রিম সুহৃদ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের হস্তে সমর্পণ করিয়া যান। এই সময়ে রমাপ্রসাদ 'পেরেণ্ট্যাল অ্যাকাডেমি'তে প্রবিষ্ট হন। চিরস্মরণীয় য়ুরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষক হেন্‌রী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর প্রিয়বন্ধু মিষ্টার রিকেট্‌স্ এই বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই বিদ্যালয় এক্ষণে ডভ্‌টন্ কলেজ নামে পরিচিত। রমাপ্রসাদ কিছুকাল পরে রামমোহন রায় ও ডেবিড্ হেয়ারের যত্নে প্রতিষ্ঠিত হিন্দুকলেজে উচ্চশিক্ষার জন্য প্রবেশলাভ করেন। ছাত্রাবস্থায় তাঁহার প্রতিভা বিশিষ্টভাবে লক্ষিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার গভীর পাঠানুরাগ, অবিচলিত অধ্যবসায়, প্রখর স্মৃতিশক্তি ও অমায়িক স্বভাবের জন্য তিনি সহপাঠিগণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম অভিভাবক প্রিন্স দ্বারকানাথের সহবাসে তিনি যথেষ্ট

মানসিক উন্নতি সাধিত করিয়াছিলেন। স্বর্গীয় পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ একস্থানে লিখিয়াছেন—"দ্বারকানাথ ঠাকুরের সবিশেষ সংসর্গ হওয়াতে অতি অল্প বয়সে তাঁহার মনুষ্য পরীক্ষা করিবার ও সহজে দুরবগাহ বিষয় সকল বুঝিয়া লইবার সবিশেষ ক্ষমতা জন্মিয়াছিল।" বাস্তবিক, রমাপ্রসাদের বাল্যজীবনের উপর দ্বারকানাথ যে অপরিমেয় মঙ্গলময় প্রভাব সঞ্চারিত করিয়াছিলেন, তাহাই যে রমাপ্রসাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রধান কারণ, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

ডেভিড হেয়ার স্মৃতি-সমিতি। হিন্দু-কলেজে পাঠাবস্থায় রমাপ্রসাদ বিদ্যালয়ের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ ডেবিড্ হেয়ারের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হন। রামমোহন রায়ের পুত্রকে ডেভিড্ হেয়ার পুত্রের ন্যায় স্নেহ করিতেন। রমাপ্রসাদও মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে অত্যন্ত ভক্তি ও শ্রদ্ধা করিতেন। এই শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ আমরা একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে ১লা জুন দিবসে হেয়ার সাহেব পরলোক গমন করিলে উক্ত বৎসর ১৭ই জুন তারিখে কাশিমবাজারের রাজা কৃষ্ণনাথ রায় তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্যে

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর

মেডিক্যাল কলেজের গৃহে একটি বিরাট সভা আহূত করেন। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই সভায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন এবং বাবু (পরে রাজা) দিগম্বর মিত্র, কাপ্তেন ডি, এল, রিচার্ডসন, বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি বক্তারা হেয়ারের গুণকীর্ত্তন করিয়া দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। অবশেষে তাঁহার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে একটি স্মৃতিসমিতি সংগঠিত হয়। রমাপ্রসাদ এই সভার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং এই স্মৃতিসমিতির অন্যতম সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। * এই সমিতির চেষ্টায় ডেভিড্ হেয়ারের একটি প্রস্তরময়ী প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত হয় এবং প্রথমে সংস্কৃত কলেজের সম্মুখে, পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ ও হেয়ার স্কুলের মধ্যস্থিত ভূমিতে স্থাপিত হয়।

---

* অন্যান্য সদস্যের নামও এস্থলে উল্লেখযোগ্য :—রাজা কৃষ্ণনাথ রায়, রাজা সত্যচরণ ঘোষাল, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল সিংহ হরচন্দ্র ঘোষ, শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, বৈকুণ্ঠ নাথ রায় চৌধুরী, রামগোপাল ঘোষ, রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, দিগম্বর মিত্র, কৈলাসচন্দ্র দত্ত, রামচন্দ্র মিত্র, দীননাথ দত্ত, ব্রজনাথ ধর, প্যারীচাঁদ মিত্র। হরচন্দ্র ঘোষ এই সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত হন।

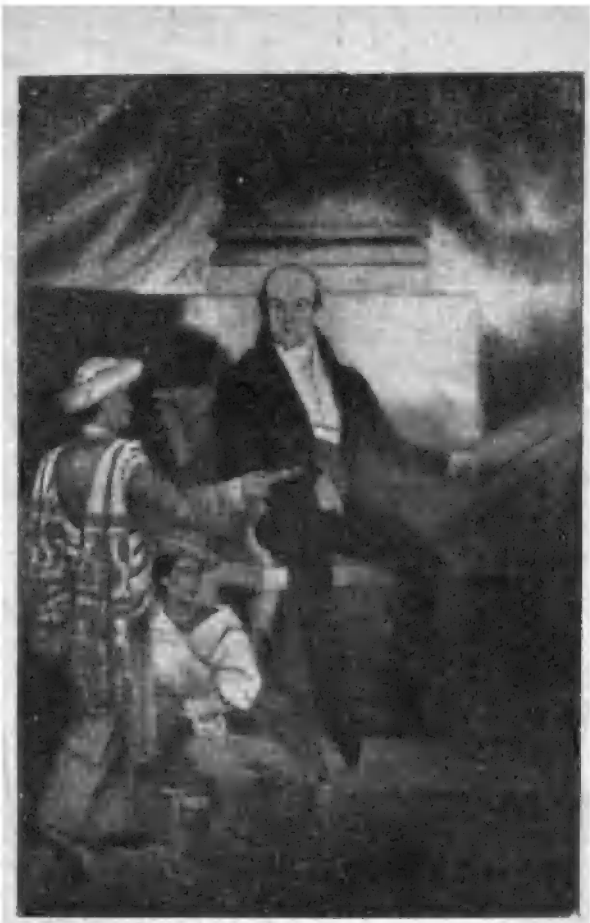

ডেভিড, হেয়ার
ও তাঁহার দুইজন ছাত্র

রামমোহনের অর্থাভাব। দিল্লীর বাদশাহের কার্য্যানুরোধে ইংলণ্ডগমনকালে রামমোহন বাদশাহ প্রদত্ত 'রাজা' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মৃত্যুকালে সুদূর প্রবাসে যে তিনি অর্থাভাবে বিশেষ কষ্ট পাইয়াছিলেন একথা বোধ হয় অনেকের নিকটেই এক্ষণে অপরিজ্ঞাত। স্বর্গীয় প্যারীচাঁদ মিত্র প্রণীত রামকমল সেনের জীবনীতে প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ডাক্তার হোরেস হেম্যান উইলসনের কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ২১ ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে ডাক্তার উইলসন দেওয়ান রামকমল সেনকে যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশের মর্ম্ম নিম্নে প্রদত্ত হইল। উহা হইতে পাঠকগণ রামমোহনের তৎকালীন আর্থিক অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন।—

"পূর্ব্বে লিখিত একখানি পত্রে আপনাকে রামমোহন রায়ের মৃত্যুর কথা লিখিয়াছি। তাহার পর মিষ্টার হেয়ারের ভ্রাতার সহিত আমার সাক্ষাৎ ও উক্ত বিষয়ে কিয়ৎক্ষণ কথোপকথন হয়। রামমোহন মস্তিষ্কের রোগে প্রাণত্যাগ করেন; তিনি খুব পুষ্টাঙ্গ হইয়াছিলেন এবং যখন আমি তাঁহাকে দেখি তিনি স্থূলকায় হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বদনমণ্ডল অত্যধিক শোণিতপ্রবাহে রক্তিমাভ

হইয়াছিল। তাঁহার যকৃত রোগ হইয়াছে এইরূপ সকলে অনুমান করিয়াছিলেন এবং তিনি সেই রোগের জন্যই চিকিৎসিত হইয়াছিলেন—মস্তিষ্কের রোগের জন্য নহে। মানসিক উদ্বেগে তাঁহার রোগ বৃদ্ধি পাইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। তিনি অর্থাভাব বশতঃ সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন এবং অত্রত্য বন্ধুগণের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ঋণগ্রহণ করিতে নিশ্চয়ই তাঁহাকে যথেষ্ট ক্লেশস্বীকার করিতে হইয়াছিল, কারণ ইংলণ্ডের লোকেরা বরঞ্চ প্রাণ দিতে পারে তথাপি অর্থ হস্তান্তরিত করিতে চাহে না। অধিকন্তু, মিষ্টার ষ্টাণ্ডফোর্ড আর্ণট (যাঁহাকে তিনি তাঁহার সেক্রেটারীরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন) তাঁহাকে বাকী বেতন বলিয়া অনেক টাকার দাবী লইয়া অত্যন্ত উত্যক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিয়া ভয় দেখাইতেন যে যদি তিনি সমস্ত প্রাপ্য টাকা না দেন তাহা হইলে তিনি ইংলণ্ডে প্রকাশিত রামমোহনের পুস্তকাদি তাঁহার (ষ্টাণ্ডফোর্ড আর্ণটের) স্বরচিত বলিয়া প্রকাশ করিবেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তিনি যথার্থই তাহা করিয়াছেন।"

আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইয়াছি যে মৃত্যুকালে রামমোহন রায় প্রায় তিন লক্ষ টাকা ঋণ রাখিয়া যান।

রমাপ্রসাদের চাকুরী গ্রহণ। রামমোহনের মৃত্যুর পর সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের সমস্ত ভার রাধাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদের উপরেই পড়িল। রমাপ্রসাদ বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দেশে আসিয়া

সংস্কৃত ও পারস্য ভাষা শিক্ষা এবং জমিদারী সংক্রান্ত কার্য্য শিক্ষা করিতে লাগিলেন। অগ্রজের সহিত পৈত্রিক জমিদারীও পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। পরে তিনি জীবিকা-অর্জ্জনের অন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের চিরস্মরণীয় গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক একটি ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করেন, তদ্দ্বারা এতদ্দেশীয় সম্ভ্রান্ত ও উচ্চশিক্ষিত যুবকগণ ডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইবার অধিকার প্রাপ্ত হন। রমাপ্রসাদ ১৩৮৮ খৃষ্টাব্দে ডেপুটী কলেক্টর নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে নদীয়ার ডেপুটী হন এবং পরে ক্রমান্বয়ে বর্দ্ধমান, হুগলী ও চব্বিশ পরগণায় কার্য্য করেন। বাঙ্গালা প্রদেশে তৎকালে এই চারিটী জিলাই কি ঐশ্বর্য্যে, কি বিদ্যাগৌরবে, সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। এই সকল জিলায় কার্য্য করিয়া রমাপ্রসাদ যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং অনেক প্রসিদ্ধ ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সহিত পরিচিত হইয়াছিলেন। জর্জ্জ টয়েন্‌বির "A Sketch of the Administration of the Hooghly District from 1795 to 1845" নামক গ্রন্থপাঠে প্রতীত হয় যে রমাপ্রসাদ কিছুকাল হুগলী জিলায় কালেক্টরের কার্য্য করিয়াছিলেন। ইতঃপূর্ব্বে আর কোনও বাঙ্গালী এরূপ দায়িত্ব

পূর্ণ কার্য্য করিবার অধিকার পান নাই। মিষ্টার টয়েনবি লিখিয়াছেন,—"The first Deputy Collector was Babu Rumapersad Roy, and I find that in 1842 he was in charge of the district during the Collector's illness—the first instance, probably, of a native Deputy Collector being in such charge." বর্দ্ধমানে অবস্থানকালে মহারাজাধিরাজ মহতাবচন্দের সহিত তাঁহার বিশেষ সৌহার্দ্দ্য জন্মে। এখনও বর্দ্ধমান রাজবাটীতে সযত্নরক্ষিত রমাপ্রসাদের সুন্দর তৈলচিত্র তাঁহাদিগের গভীর বন্ধুপ্রেমের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। সেকালের ডেপুটী কলেক্টরদিগের পদ যথেষ্ট সম্মানের ছিল। এই পদের গৌরবরক্ষার জন্য দেশীয় ডেপুটী কলেক্টরগণকে সিবিলিয়ান কলেক্টরদিগের ন্যায় জাঁকজমকে থাকিতে হইত। সুতরাং যাঁহারা প্রভূত পৈত্রিক ধনের অধিকারী না হইতেন এবং অসাধুবৃত্তি অবলম্বন না করিতেন, তাঁহারা এই পদ প্রাপ্ত হইয়া যথেষ্ট সম্মান লাভ করিতেন বটে কিন্তু আর্থিক অবস্থার বিশেষ উন্নতি সাধন করিতে পারিতেন না। 'প্রিন্স' দ্বারকানাথের সহবাসে রমাপ্রসাদের রুচি অতি উচ্চ আদর্শে সংগঠিত হইয়াছিল। একজন অশীতিপর বৃদ্ধের

মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার 'আমীরি চাল' ছিল। যতই অধিক মূল্য হউক না কেন তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দ্রব্যাদিই ক্রয় করিতেন ও ব্যবহার করিতেন। রমাপ্রসাদের আয় অপেক্ষা ব্যয় অধিক ছিল, সুতরাং তিনি শীঘ্রই ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন।

ব্যবহারাজীব। এই সময়ে প্রখ্যাতনামা প্রসন্নকুমার ঠাকুর সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিয়া প্রতিপত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন এবং প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছিলেন। রমাপ্রসাদ চাকুরী পরিত্যাগ করিয়া প্রসন্নকুমারের ন্যায় স্বাধীনভাবে ওকালতী করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সদর দেওয়ানী আদালতে ওকালতী করিতে আরম্ভ করিলেন। 'কলিকাতা রিবিউ' পত্রের একজন লেখক লিখিয়াছেন যে রমাপ্রসাদের ওকালতীতে প্রবেশ করিবার সময় একটু গোলযোগ হইয়াছিল। এই সময়ে একটী নূতন নিয়ম প্রচলিত হয়, সেই নিয়মানুসারে প্রধান বিচারপতি জন্ রাসেল কলভিন্ তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে প্রশংসাপত্র আনিতে বলেন। রমাপ্রসাদ তাঁহার বন্ধু বিখ্যাত রামগোপাল ঘোষকে এই বিষয়ে বলিলে, রামগোপাল অবিলম্বে ভারত-

প্রসন্নকুমার ঠাকুর

বন্ধু ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুনের নিকট গিয়া তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন তখন এ দেশের ব্যবস্থাসচিব ছিলেন এবং তাঁহার অসামান্য প্রতিপত্তি ছিল। তিনি তৎক্ষণাৎ বাঙ্গালার ডেপুটী গবর্ণর স্যর জন্ লিট্‌লারকে এই মর্ম্মে পত্র লিখেন 'যদি নেলসনের পুত্র নৌ-বিভাগে কর্ম্মপ্রার্থী হইতেন তাহা হইলে কি ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বিফলমনোরথ করিতে পারিতেন? যদি রামমোহন রায়ের পুত্রকে বিচারালয়ে নিজের চেষ্টাতেও অর্থোপার্জ্জন করিতে দেওয়া না হয়, তাহা হইলে এতদ্দেশীয় গবর্ণমেণ্টের কলঙ্কের বিষয়।" বেথুনের সুপারিসের ফলে রমাপ্রসাদের নাম উকীলশ্রেণীভুক্ত হয়। প্রথম বৎসর রমাপ্রসাদের তাদৃশ আয় হইল না, কিন্তু চাকুরীতে তিনি যে বেতন পাইতেন, দ্বিতীয় বৎসর ওকালতীতে তাহার দ্বিগুণ আয় হইল। প্রসন্নকুমার ঠাকুরের নিকট তিনি অনেক সাহায্য লাভ করেন। অন্যান্য পিতৃবন্ধুগণের সাহায্যে রমাপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে আরও উন্নতি লাভ করিতে লাগিলেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে প্রসন্নকুমার অবসর গ্রহণ করিলে রমাপ্রসাদ প্রধান বিচারপতি মিষ্টার জন রাসেল কল্‌ভিনের সুপারিষে লর্ড ডালহৌসী কর্ত্তৃক তাঁহার স্থানে সরকারী উকীল নিযুক্ত

লর্ড ড্যালহৌসী

LIBRARY

হইলেন। এই সময় হইতে তাঁহার আর প্রতিষ্ঠার সীমা রহিল না। তিনি প্রসন্নকুমার ঠাকুরের সমস্ত প্রসার ও প্রতিপত্তির অধিকারী হইলেন। যেরূপ দক্ষতার ও নিপুণতার সহিত তিনি কার্য্য করিতেন তাহাতে ইংরাজ বিচারকগণ বিস্মিত ও চমৎকৃত হইতেন। শিক্ষিত বঙ্গবাসীর অকৃত্রিম বন্ধু মাননীয় জে, আর, কলভিন তাঁহাকে বিশেষ স্নেহের দৃষ্টিতে দেখিতেন। আট বৎসর কাল কলেক্টরের কার্য্য করিয়া জমি ও খাজনা সংক্রান্ত যাবতীয় ব্যবস্থা ও ব্যবহারিক নিয়মাদিতে তাঁহার অসামান্য জ্ঞান হইয়াছিল। সদর দেওয়ানী আদালতের অধিকাংশ মোকদ্দমাই জমি ও খাজনা সংক্রান্ত। সুতরাং রমাপ্রসাদ অতি সুন্দরভাবে এই সকল মোকদ্দমা বুঝাইয়া দিতে পারিতেন, তাঁহার য়ুরোপীয় ও দেশীয় প্রতিদ্বন্দ্বীরা কিছুতেই তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারিতেন না। রমাপ্রসাদের অসাধারণ তর্কশক্তি ছিল এবং দুরূহ বিষয়গুলিকেও সরল ও সহজ ভাবে বুঝাইয়া দিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি বাগ্মী ছিলেন না, কিন্তু শান্ত ও ধীরভাবে আপনার বক্তব্য বলিয়া যাইতেন, কখনও একটীও অনাবশ্যকীয় কথা বলিতেন না। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে কেহই তাঁহার ন্যায় বিচার-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতে পারিতেন না। তিনি কিছুতেই উষ্ণ হইতেন না।

সদর দেওয়ানী আদালতের সর্ব্বপ্রধান উকীলরূপে দেশীয় ও য়ুরোপীয় নানা শ্রেণীর নানা প্রকারের ব্যক্তির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল। সকলেই তাঁহার অমায়িক ও বিনয়নম্র ব্যবহারে সন্তুষ্ট হইতেন। এইরূপে তিনি সকল সমাজের প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন এবং সকল সমাজে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি য়ুরোপীয় ও দেশীয় সমাজের মধ্যে বন্ধনস্বরূপ ছিলেন। রাজনীতি-বিশারদ কৃষ্ণদাস পাল একস্থানে লিখিয়াছেন যে, দ্বারকানাথ ঠাকুরের পরে আর কোনও বাঙ্গালী রমাপ্রসাদের ন্যায় য়ুরোপীয় সমাজে এতদূর প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ নাই।

গুণগ্রাহিতা। রমাপ্রসাদ অতিশয় গুণগ্রাহী ছিলেন। ভবিষ্যতে যিনি হাইকোর্টের বিচারপতিরূপে বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেই মনীষী দ্বারকানাথ মিত্রের জীবন-প্রভাতে রমাপ্রসাদই তাঁহাকে প্রতিষ্ঠা লাভে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্বারকানাথের প্রতিভার পরিচয় পাইয়া গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদ তাঁহাকে যে সাহায্য করিয়াছিলেন সে সাহায্য না পাইলে দ্বারকানাথ অত শীঘ্র

প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারিতেন কি না সন্দেহের বিষয়। দ্বারকানাথের একজন চরিতকার রমাপ্রসাদের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ এইরূপ বিবৃত করিয়াছেন :—

"রমাপ্রসাদ বাবু সে সময়ে গবর্ণমেণ্টের সিনিয়র উকীল এবং উকীলবারের প্রধান ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার ক্ষমতা অতুলনীয় ছিল, সুতরাং নূতন উকীলদিগের অনেকে তাহার সুনজরে পড়িবার চেষ্টা করিত। রমাপ্রসাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সকলের উপর থাকিত, যোগ্য লোক পাইলে তিনি সন্তুষ্টমনে তাহাকে সাহায্য করিতেন। দ্বারকানাথ বারে প্রবেশের অল্পদিনমধ্যে রমাপ্রসাদের দৃষ্টিপথে নিপতিত হইলেন, রমাপ্রসাদ বাবু ইঁহাকে বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ও কাজের লোক দেখিয়া অনেক সময় নিজের সহকারী বা জুনিয়র করিয়া লইতেন।"

রমাপ্রসাদেরই চেষ্টায় 'ব্যবস্থা দর্পণ' প্রণেতা দরিদ্র-সন্তান শ্যামাচরণ সরকার সুপ্রিম কোর্টের প্রধান অনুবাদকের পদলাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বাবু (পরে হাইকোর্টের বিচারপতি) অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও ওকালতীর প্রথম অবস্থায় রমাপ্রসাদের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য পাইয়াছিলেন।

রমাপ্রসাদের গুণগ্রাহিতার আর একটি দৃষ্টান্ত এস্থলে প্রদান করা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। মৌলবী (পরে নবাব

দ্বারকানাথ মিত্র

IMPERIAL LIBRARY

বাহাদুর) আবদুল লতিফ খাঁ জাহানাবাদের ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট রূপে সেই ডিভিসনের যথেষ্ট উন্নতি সংসাধিত করেন। তিনি জাহানাবাদ হইতে কলিকাতায় স্থানান্তরিত হইবার সময়ে রমাপ্রসাদের নেতৃত্বে স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ আবদুল লতিফকে একটী অভিনন্দন পত্র প্রদান করেন। তৎকালে অভিনন্দনপত্র প্রদানের প্রথা এতদূর বিস্তৃতিলাভ করে নাই। কিন্তু দেশের এইরূপ উপকারকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা গুণগ্রাহী রমাপ্রসাদের নিকট দোষাবহ মনে হইয়াছিল। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর তারিখ সম্বলিত একখানি পত্রে রমাপ্রসাদ আবদুল লতিফের উচ্চ-প্রশংসা করিয়া করিয়া তৎসহিত অভিনন্দন পত্রটি প্রেরণ করেন। বিনয়ের অবতার আবদুল লতিফ যে প্রত্যুত্তর দেন তাহার শেষভাগে রমাপ্রসাদকে লিখিয়াছেন,—

"In conclusion allow me to state that if anything could add to the value of the address I am now acknowledging it is the act of the subscribers in making you the medium of its presentation."

শিক্ষাবিস্তারে আগ্রহ। দেশে শিক্ষাবিস্তারে রমাপ্রসাদের অসীম আগ্রহ ছিল। ১৮৪৫-৪৬ খৃষ্টাব্দের

নবাব আবদুল লতিফ খাঁ বাহাদুর

শিক্ষা-বিষয়ক রিপোর্ট দৃষ্টে প্রতীত হয় যে বাঁশবেড়িয়ায় রমাপ্রসাদ একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি ও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর সেই বিদ্যালয়ের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতেন। উহাতে বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্র-গ্রন্থের শিক্ষা প্রদত্ত হইত।*

শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ এই পাঠশালার শিক্ষক এবং সুপ্রসিদ্ধ রামগোপাল ঘোষ এই বিদ্যালয়ের পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইহাতে হিন্দুরীতি অনুসারে বেতন না লইয়া বিদ্যাদান করা হইত।

আলেকজাণ্ডার ডফ্ প্রভৃতি খ্যাতনামা খ্রীষ্টধর্ম্ম-প্রচারকগণ কর্ত্তৃক পরিচালিত বিদ্যালয়ের অনিষ্টকর প্রভাব হইতে হিন্দু বালকদিগকে রক্ষা করিবার জন্য ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথ "হিন্দুহিতার্থী বিদ্যালয়" প্রতি-

---

* There is an English school at Bansbaria an ancient seat of Hindu learning, supported by Babu Debendra Nath Tagore and Rama Prasad Ray, the sons of distinguished fathers. It is established for the diffusion of Vedantic principles."

ষ্ঠিত করেন। ‡ রমাপ্রসাদ দেবেন্দ্রনাথকে এই বিদ্যালয় স্থাপনে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং এই বিদ্যালয়ের অন্যতম অধ্যক্ষ ছিলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও রাজনারায়ণ বসু উহার পরিদর্শক ছিলেন।

শিক্ষা পরিষদ। কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত একটি শিক্ষা পরিষদ এদেশে শিক্ষাবিস্তারের ব্যবস্থা করিতেন এবং শিক্ষা-বিষয়ক সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন। রমাপ্রসাদ কিছুকাল এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। এতদ্দেশে ইংরাজী শিক্ষাপ্রবর্ত্তনের প্রথম যুগে পরিষদকে বহু জটীল প্রশ্নের মীমাংসা করিতে হইয়াছিল। সে সকল প্রশ্নের সমাধানে মনীষী রমাপ্রসাদের সুচিন্তিত মন্তব্যাদি যে কতদূর সহায়তা করিয়াছিল তাহার ইয়ত্তা নাই। একবার ভারত গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টকে লিখিয়াছিলেন যে যুক্তপ্রদেশে প্রচলিত শিক্ষা

‡ যাঁহারা এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস জানিতে চাহেন তাহারা ১৮৩৮ শকের বৈশাখের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় 'হিন্দু হিতার্থী বিদ্যালয়' শীর্ষক প্রবন্ধটি পাঠ করিবেন।